অধিকারহারা জনগণের মুখপত্র

জাতীয় বার্তা

সত্য অন্বেষণে নিবেদিত

১ম বর্ষ ‖ ৪র্থ সংখ্যা ‖ ৭ মে ২০১০ ‖ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ‖ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা

email: jatyabarta.jumma@gmail.com

সওয়াল জবাব

পার্বত্য জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার ওই অঞ্চলের ভূমির স্বত্বনামা স্থানীয় জনগণের হাতে তুলে দিতে চায়। সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর সঙ্গে গতকাল রবিবার জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থার আবাসিক প্রতিনিধি রেনাটা লক ডেসালিয়ন সাক্ষাত করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। (কালের কণ্ঠ, ২৯ মার্চ ২০১০)

- কথা ও প্রতিশ্রুতি অনেক হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এর বাস্তবায়ন দেখতে চায়। আর স্থানীয় জনগণ বলতে কাকে বোঝাতে চান, তা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

বৈসাবি উৎসব: নিপীড়িত জনগণের আন্দোলনের হাতিয়ার

ইউপিডিএফভুক্ত সংগঠনসহ অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবারের বৈসাবি উৎসব বর্জন করা হয়েছে। সম্প্রতি সাজেক ও খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে এই উৎসব বর্জনের ডাক দেয়া হয়। বর্জনের সমর্থনে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে কালো পতাকা, আহ্বান সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন টাঙ্গানো হয়। স্থানীয় প্রশাসন এই কর্মসূচী বানচাল করে দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। অপরদিকে, সন্তু লারমার নেতৃত্বে রাঙামাটিতে একটি চিহ্নিত চক্র বৈসাবি পালনের জন্য কর্মসূচীর দীর্ঘ তালিকা ঘোষণা করলেও তার সবই মাঠে মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা গেছে, ৯ এপ্রিল তারা যে বৈসাবি র‍্যালি বের করে সেখানে জমায়েত দু'এক শ' এর বেশী হয়নি। এর মধ্যে বেশীর ভাগই আবার স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও এতই লোক কম হয়েছে যে অনেক অনুষ্ঠান পরে কাটছাট অথবা পুরোপুরি বাদ দিতে হয়েছে। ১২ এপ্রিল সংখ্যায় সুপ্রভাত বাংলাদেশ লিখছে:

"গত শুক্রবার রাঙামাটি শহরে বৈসাবি উপলক্ষে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই র‍্যালিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সংখ্যা ছিলো খুবই সামান্য। অন্যান্য বারের চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ কম হয়েছে উপস্থিতি। আর বৈসাবি উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে মানুষের অংশগ্রহণ একেবারেই কম। তাই আয়োজকরা বাধ্য হয়ে কর্মসূচিতে কাটছাট করছেন।"

অপরদিকে, খাগড়াছড়িতে জেলা প্রশাসকের শত চেষ্টা আর এনজিও-সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর চাপ সত্ত্বেও বৈসাবির কোন র‍্যালি বের করা হয়নি। বৈসাবিকে কেন্দ্র করে প্রশাসন কোন বিনোদনমূলক কর্মসূচী নিতে পারে নি। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা সবাই একজোট হয়ে উৎসব বর্জন কর্মসূচীতে সামিল হয়েছে। এই

৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

সাজেক ও খাগড়াছড়িতে সেনা-সেটলার হামলার প্রতিবাদে বৈসাবি উৎসবের দিন পার্বত্য চট্টগ্রামে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। ছবিগুলো খাগড়াছড়ি সদর থেকে তোলা। ১২ এপ্রিল ২০১০।

"যদি তাদেরকে কোন কিছু করা হয়, তাহলে আমাদের চাকরি যাবে" -- মেজর মেসবাহ

গত ২৫ মার্চ সকাল সাড়ে দশটার দিকে বোরখা পার্টির দুই সদস্যকে চাঁদা উত্তোলনের সময় এক দল সেনা সদস্য আটক করে। তাদের কাছ থেকে দুইটি বন্দুকও উদ্ধার করা হয়। বটিনাতলী ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার আতিক-এর নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা তাদের আটক করে। এই বোরখা পার্টির সদস্যরা যে লক্ষীছড়ি ও মানিকছড়ি সেনাদের সমর্থন-পুষ্ট তা তারা জানতেন না।

আটকের পর ওয়ারেন্ট অফিসার আতিক লক্ষ্মিছড়ি জোনের অধীন মানিকছড়ি সাবজোনের মেজর মেসবাহকে আটকের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করলে মেজর মেসবাহ তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দেন।

অপরদিকে, গ্রামবাসীরা আটককৃত সন্ত্রাসীদের শাস্তি দেয়ার দাবি জানালে ওয়ারেন্ট অফিসার আতিক মেজর মেসবাহের সাথে তার কথোপকথনের উল্লেখ করে বলেন যে মেজর মেসবাহ বলেছেন "আটককৃত বোরখা পার্টির সদস্যরা আমাদের লোক। তাদেরকে কোন কিছু করা যাবে না। এটা উপরের নির্দেশ। যদি তাদেরকে কোন কিছু করা হয়, তাহলে আমাদের চাকুরী চলে যাবে।"

আতিক এরপর আক্ষেপ করে বলেন, "এটা খুবই বেদনাদায়ক যে আমরা তাদেরকে (বোরখাদের) হাতে নাতে ধরা পেলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছি না।"।

আটককৃত বোরখা পার্টির সদস্যরা হলো ফেদা চাকমা (৩০)

২য় পাতায় দেখুন

কাউখালিতে সেটলার কর্তৃক পাহাড়ি নারী খুন, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালিতে সেটলাররা ঝর্ণা দেওয়ান (৩৩) নামে তালুকদার পাড়ার এক পাহাড়ি নারীকে কুপিয়ে খুন করে। গত ২৯ মার্চ এ ঘটনা ঘটে। ধারণা করা হচ্ছে, জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই খুন হতে পারে। এ ব্যাপারে ইদ্রিস আলী ও কাসেম নামে দুই সেটলারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই দুই সেটলার দীর্ঘ দিন ধরে ঝর্ণা দেওয়ানের পরিবারের এক খণ্ড জমি বেদখল করতে চাইছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকালে ঝর্ণা দেওয়ান তার মেয়েকে রিপা দেওয়ানকে নিয়ে তাদের দখলীয় বন্দোবস্তীকৃত পাহাড় থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করতে যান। এ সময় তারা সেখানে পার্শ্ববর্তী খিলাছড়ি মুসলিম পাড়ার সেটলার মুহাম্মদ কাশেম পিতা মৃত হোসেন আলী ও ইদ্রিস আলী পিতা মৃত শমসের আলীকে তাদের ওই পাহাড় থেকে কাঠ কুড়াতে দেখে। ঝর্ণা দেওয়ান তাদের জায়গা থেকে কাঠ সংগ্রহ করতে বাধা দিলে সেটলাররা দ্রুত পালিয়ে যায়।

এরপর বাড়িতে প্রথম দফা লাকড়ি আনার পর মেয়েকে স্কুলে যেতে বলে ঝর্ণা আবার পাহাড়ে লাকড়ি আনতে যান। তার স্বামী আলো জ্যোতি দেওয়ান সোমবার কাউখালি বাজারের সাপ্তাহিক হাটের দিন থাকায় বাজারে চলে যান। বিকেল নাগাদ পাহাড় থেকে লাকড়ি নিয়ে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যসহ পাড়া পড়শীরা ঝর্ণাকে খুঁজতে থাকে। এক পর্যায়ে সন্ধ্যা ৭টার দিকে তার লাশ পাহাড়ের ঝিড়িতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ, আঘাতের চিহ্ন ও পরনের কাপড় এলোমেলো ছিল। ধারণা করা হয়, খুনীরা পাহাড়ে লুকিয়ে থেকে ঝর্ণাকে প্রথমে ধর্ষণ ও পরে খুন করে। খুনের ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত, উদ্দেশ্য পাহাড়টি বেদখলের পথ সুগম করা। পাহাড়টি আলো জ্যোতিদের নামে রেকর্ডভুক্ত হলেও পূর্বোক্ত ইদ্রিস আলীসহ অন্য সেটলার বাঙালিরা সেটা নিজেদের প্লট বলে দাবি করে আসছে। প্রায় সময় তারা উক্ত পাহাড় থেকে গাছ চুরি করে কেটে নিয়ে যায়। এ নিয়ে মাঝেমধ্যে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তাই এলাকাবাসীর বদ্ধমূল ধারণা, পাহাড়টির দখল নেয়ার জন্যই কাশেম ও ইদ্রিস আলী পরিকল্পিতভাবে ঝর্ণা দেওয়ানকে খুন করেছে।

এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ৩০ মার্চ এলাকাবাসী কাউখালি সদরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রায় ৫ শত পাহাড়ি নারী পুরুষ তালুকদার পাড়া থেকে কাউখালি বাজারের দিকে মিছিল সহকারে যেতে থাকলে পুলিশ তাদেরকে কলেজ এলাকায় বাঁধা দেয়। এরপর সেখানে বক্তব্য রাখেন এলাকার বিশিষ্ট মুরুব্বী ও ৯৭ নং মুবাছড়ি মৌজার হেডম্যান কালী রতন চাকমা, তরুণ ব্যবসায়ী তন্টু চাকমা, ইউপিডিএফ নেতা চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যা ও পুলক চাকমা। তারা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান ও দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেন।

ঝর্ণা দেওয়ানের স্বামী আলো জ্যোতি চাকমা বাদি হয়ে কাউখালি

২য় পাতায় দেখুন

ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) ও সহযোগী সংগঠনের মধ্যে ২৬ - ২৮ এপ্রিল ২০১০ অনুষ্ঠিত ১৬তম কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভায় ইউপিডিএফ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ক্ষমতাধর বিশেষ একটি চক্রের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ইউপিডিএফ সভাপতি প্রসিত খীসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বলা হয়, একটি সুগভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সংগঠন ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব টিপরা (National Liberation Front of Twipra) -এর নামে ইউপিডিএফ সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসা ও সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা বরাবরে চিঠি দেয়া হয়েছে। ডাক যোগে ৩১ মার্চ ২০১০ প্রেরিত উক্ত চিঠিতে এনএলএফটি'র কোন ঠিকানা দেয়া হয়নি এবং প্রেরকের নাম দেয়া হয়েছে Sumkola, Finance Secretary, NLFT, যার স্বাক্ষর স্ক্যান করা। কম্পিউটার

২য় পাতায় দেখুন

সন্তু লারমা কর্তৃক জেএসএস-এর ৭ নেতা বহিস্কৃত!

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: দ্বিধাবিভক্ত জনসংহতি সমিতির সন্তু লারমার অনুসারীদের সম্মেলনে সাত জন প্রথম সারির কেন্দ্রীয় নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত ২৯ - ৩১ মার্চ রাঙামাটি শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। "বহিস্কৃতরা" হলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রূপায়ন দেওয়ান, তিন বার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া চন্দ্র শেখর চাকমা (তিনি সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন ও পরে মারা যান), সরকারের সাথে আলোচনায় অংশ নেয়া সুধাসিন্ধু খীসা, মেজর পেলে খ্যাত তাতিন্দ্র লাল চাকমা, বিনয় কৃষ্ণ খীসা, মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা ও এডভোকেট শক্তিমান চাকমা। এছাড়া পুরাতন

২য় পাতায় দেখুন

ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির আগে প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে: ইউপিডিএফ

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর সভাপতি প্রসিত খীসা ১৮ মার্চ এক বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির আগে পাহাড়ি জনগণের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন।

ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের দরখাস্ত করার আহ্বানকে "ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়া" বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, কী ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে তা আগে ঠিক করতে হবে। অর্থাৎ বিচারের আগে আইন বা

২য় পাতায় দেখুন

কাউখালিতে সেটলার কর্তৃক

১ম পাতার পর

থানায় একটি খুনের মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ৫২ তাং ৩০/০৩/১০। পুলিশ ইতিমধ্যে কাশেমকে (৪২) গ্রেফতার করেছে। স্বর্ণা দেওয়ানের দুই মেয়ে রিপা (৮ম শ্রেণী) ও দীপা (৬ষ্ঠ শ্রেণী) ও এক ছেলে নাম অমেশ দেওয়ান (৩য় শ্রেণী)।

সেনা তৎপরতা

খুনের ঘটনার পর থেকে পাহাড়িদের এলাকায় সেনা টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে। তালুকদার পাড়া, উল্ল, রাঙ্গেপাড়া, পানছড়ি, গুগুনোছড়ি ও বেতছড়িসহ বিভিন্ন গ্রামে সেনারা রাত দিন পালা করে পাহারা দিচ্ছে। দিনে এক দল সেনা পাহারা দিলে রাতে অন্য একটি দল তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গত ৫ এপ্রিল সেনারা এলাকায় ৫টি বাড়িতে তল্লাশী চালায় ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে লোকজনে হয়রানি করে। যাদের বাড়িঘরে তল্লাশী চালানো হয় তারা হলেন, তালকুদার পাড়া গ্রামের সোনামুনি চাকমা ও অমলেন্দু চাকমা, উল্ল গ্রামের বরুন চাকমা ও যুব লাল চাকমা এবং পানছড়ি গ্রামের সুনীল চাকমা।

এছাড়া সেনারা উল্ল পাড়ার হেডম্যান জগদীশ চাকমা ও কার্বারী সুকুমার চাকমাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি করে। এভাবে সেনারা টহল, তল্লাশী ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে জনগণের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে রেখেছে।

জেএসএস-এর ৭ নেতা বহিস্কৃত

১ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় কমিটির ৬ জন সদস্যকে বাদ দেয়া হয়েছে। এরা হলেন রক্তোৎপল ত্রিপুরা, সুবল চন্দ্র চাকমা ওরফে আশীষ, ভারতেশ্বর চাকমা ওরফে ঈশ্বর বাবু, জুরাছড়ির প্লাবন চাকমা, ডা. নিলু তঞ্চঙ্গ্যা ও থোয়াইঅং মারমা।

সম্মেলনে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিতে সন্তু লারমাকে সভাপতি পুনঃনির্বাচিত ও তার জামাই প্রণতি বিকাশ চাকমা ওরফে ভিক্টরকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে। এছাড়া সন্তু লারমার "ইয়েস ম্যান" হিসেবে পরিচিত উষাতন তালুকদারকে সহসভাপতি করা হয়েছে। দলের বহু পরীক্ষিত নেতা ও এক সময়কার সাধারণ সম্পাদক গৌতম চাকমা ওরফে অশোক বাবুকে কেবল কেন্দ্রীয় সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছে। পুরাতন কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক কেএস মং মারমারও পদাবনতি ঘটেছে। তাকেও কেবল সাধারণ কেন্দ্রীয় সদস্য করা হয়েছে। সন্তু লারমার প্রবল চাপের মুখে তিনি সম্মেলনের শেষ দিনই অংশ নেন।

বহিস্কৃত ও বাদ দেয়া নেতাদের সহ জেএসএস-এর অনেক সদস্যকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এটা জেএসএস-এর গঠনতন্ত্র সম্মত ছিল না বলে বহিস্কৃতদের দাবি।

সুধাসিন্ধু খীসা বলেন, নতুন কমিটি শ্বশুর জামাতার কমিটি হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেএসএস-এর রূপায়ন দেওয়ানের এক অনুসারী বলেন, "এই কমিটিতে যাদেরকে আনা হয়েছে তারা অনভিজ্ঞ। তাদের দ্বারা পার্টির ও জনগণের কোন উপকার হবে না। যাকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে তার একমাত্র যোগ্যতা হলো তিনি সন্তু লারমার জামাই। এছাড়া তার কোন যোগ্যতা নেই। সাধারণ সম্পাদকের পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার ইতিপূর্বে পার্টির কোন একটি বিভাগ পরিচালনার অভিজ্ঞতা পর্যন্ত নেই, তার পক্ষে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা কিভাবে সম্ভব?"

অন্য একজন বলেন, সন্তু লারমা দলের ৭ নেতাকে বহিষ্কার ও তার জামাইকে সাধারণ সম্পাদক বানানোর মাধ্যমে জেএসএস-কে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করলেন। যে পার্টি এক ব্যক্তির খেয়াল খুশী অনুযায়ী চলে সেই পার্টির কাছ থেকে জাতি ভালো কিছু আশা করতে পারে না।

ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে

১ম পাতার পর

কম্পোজকৃত বাঙলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় লেখা উক্ত চিঠি খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কুদুকছড়িস্থ ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি জেলা ইউনিট কার্যালয় ও ঢাকার একটি ছাত্রাবাস -- এ তিন ঠিকানায় একযোগে পাঠানো হয়েছে।

উক্ত চিঠিতে মূলত ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামে সহযোগিতা দেয়ার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে: "...প্রাচীন কাল হতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য (Twipra Kingdom) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন ছিল। ব্রিটিশ আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আমাদের Twipra Kingdom-এর বিশেষ মর্যাদা ছিল।... মিটিং এ সর্বসম্মতক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের যে সংগঠন, বাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে - তার সবকিছু দিয়ে আপনাদের সংগ্রামকে সহযোগিতা করব। আমরা আশা করি, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সার্বিক স্বার্থে আমাদের এ সহায়তা আপনারা সাদরে গ্রহণ করবেন।"

উক্ত চিঠি যে ভুয়া এবং ষড়যন্ত্রমূলক তা সহজে ধরা পড়ে। কারণ প্রথমত, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় বিষয়ে চিঠি কখনো ডাকযোগে আর অনির্ভরযোগ্য ঠিকানায় দেয়া হয় না। দ্বিতীয়ত, প্রেরকের স্বাক্ষর স্ক্যান করা, যা যে কেউ করতে পারে। তৃতীয়ত, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইউপিডিএফ-এর বহুল ব্যবহৃত খাগড়াছড়ি অফিসের ঠিকানা পাওয়া গেলেও, রাঙ্গামাটি অফিস ও ঢাকার ছাত্রাবাসের ঠিকানায় কোন পত্র যোগাযোগ হয় না আর সে ঠিকানা এ যাবত কোথাও ব্যবহার করা হয় নি বিধায়, তা ভারতীয় কোন সংগঠনের পাওয়ার কথা নয়। চতুর্থত, উক্ত চিঠিতে প্রেরকের কোন ঠিকানা উল্লেখ নেই, যার মাধ্যমে তাদের সাথে পরবর্তীতে যোগাযোগ করা যায়। সহায়তার আশ্বাস প্রদান করে যোগাযোগের মাধ্যম বলে না দেয়া মতলববাজির ইঙ্গিত দেয়। পঞ্চমত, বাংলাদেশ সরকার বরাবরই বলে আসছে যে বাংলাদেশে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কোন ঘাঁটি নেই। অথচ চিঠি পোস্ট করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকেই। সর্বোপরি কোনরূপ পূর্ব যোগসূত্র ছাড়া এবং একতরফাভাবে যেচে পড়ে পরবর্তী কোন যোগাযোগের মাধ্যম না রেখে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল দিয়ে সহায়তাদানের আশ্বাস যে কোন সচেতন ব্যক্তির মনে সংশয়ের উদ্রেক না করে পারে না। উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ তার প্রথম কংগ্রেসে (২৬-২৮ নভেম্বর ২০০৬) শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন পরিচালনার নীতি গ্রহণ করেছে।

উক্ত কেন্দ্রীয় সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, ইউপিডিএফ-এর মূল নেতৃত্বকে প্রতিবেশী ভারতের নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সাথে যোগসাজশকারী হিসেবে ফাঁসানোর উদ্দেশ্যেই এনএলএফটির নামে উক্ত চিঠি দেয়া হয়েছে। এটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক পন্থায় সংগ্রামরত ইউপিডিএফ-এর ওপর চড়াও হবার অজুহাত সৃষ্টির লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ। সভায় উক্ত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

সূত্রঃ নিরন চাকমা স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কাউখালিতে মারমাদের বাগান আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তিদেব চাকমা ১৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে রাঙামাটি জেলার কাউখালিতে মারমা সম্প্রদায়ের বাগানের গাছ বাঁশ চুরি বন্ধ করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, বৈসাবি উৎসবের প্রথম দিন অর্থাৎ ১২ এপ্রিল থেকে কাঁচখালি গ্রামের আজিজ মিঞার নেতৃত্বে ১৪-১৫ জন সেটলার শামুকছড়ি গ্রামের হ্লাথোয়াই অং মারমার (প্রাক্তন ইউপি মেম্বার) বাগানের গামারী গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

শান্তি দেব চাকমা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "এ অবস্থায় গ্রামের লোকজন সংগঠিত হয়ে বাধা দিলে যে কোন মুহূর্তে ভয়াবহ দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে।" তিনি অবিলম্বে মারমাদের বাগানের গাছ বাঁশ চুরি বন্ধ ও এর সাথে জড়িত সেটলারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

রামগড়ে সেটলার কর্তৃক ভূমি বেদখলের চেষ্টা

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: রামগড়ের পাতাছড়া ইউনিয়নে নাক কাবা পাড়ায় সেটলাররা পাহাড়িদের জমি বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।

গত ৩ মে থেকে থলিবাড়ি গ্রামের বাবুল, কামাল, বেলাল, হাসেম, শাহজাহান ও আলাউদ্দীন নাক কাবা গ্রামের ক্যাহ্লাচিং মারমা (৩২) ও বাঞ্জল্যা চাকমার ৫ একর জমি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের নেতৃত্বে ৩০ জন বাঙালি প্রতিদিন ঐ জমির জঙ্গল সাফ করছে।

বাধা দেয়া হলে তারা বাঘাইহাটের মতো ঘটনা ঘটানোর হুমকি দিচ্ছে।

এদের মধ্যে বেলাল ও বাবুল সরকারী দল আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন যুব লীগের "ক্যাডার" ও শাহজাহান বিএনপির "ক্যাডার" হিসেবে এলাকায় পরিচিত। এরাই মূলতঃ পাহাড়িদের জায়গা জমি জোর পূর্বক কেড়ে নিচ্ছে। এলাকার জনৈক ব্যক্তি জানান, শাহজাহান ১৯৮৬ সালে মংপ্রু মহাজনের বাড়িতে ডাকাতি এবং মহাজনের স্ত্রীর খুনের ঘটনার সাথে জড়িত। অপরদিকে, আলাউদ্দীন একটি কোম্পানির ম্যানেজার। তার আসল বাড়ি কুমিল্লা।

ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে এলাকায় পাহাড়িদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির আগে

১ম পাতার পর

পলিসি গাইড ঠিক করতে হবে।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "দেশে সাধারণভাবে প্রচলিত ভূমি আইন দিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির বিচার করা হলে অনেক পাহাড়ি তাদের জমি ফিরে পাবেন না। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত প্রথাগত আইনে তারা জমির মালিক হলেও তাদের সরকারী মালিকানার দলিলপত্র নেই। তাছাড়া, স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামলে সেটলারদেরকে ঢালাওভাবে জমির কবুলিয়ত ও ভুয়া মালিকানার কাগজপত্র দেয়া হয়, যা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।"

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চুক্তিতে "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি" করার কথা বলা হলেও পাহাড়ি জনগণের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট নয়।

তিনি অবিলম্বে পাহাড়ি জনগণের যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দিয়ে তার ভিত্তিতে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির দাবি জানিয়েছেন।

যদি তাদেরকে কোন কিছু করা হয়

১ম পাতার পর

ও মাক্ষি চাকমা (৩৫)। তাদের সাথে থাকা অন্য এক সন্ত্রাসী নরম্যা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

মেজর মেসবাহের নির্দেশে হাতে নাতে ধরা পড়ার পরও আর্তিক তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

বোরখা পার্টির সন্ত্রাসীদের জন্ম দেন লক্ষিছড়ি জোনের তৎকালীন কুখ্যাত কমান্ডার লেঃ কঃ শরীফুল ইসলাম। সে বোরখা পার্টির সন্ত্রাসীদের দিয়ে ইউপিডিএফ নেতা রুই খই মারমা ওরফে অংসাইনকে খুন করেছিল।

এই কুখ্যাত শরীফুলের নির্মম অত্যাচারের শিকার হন লক্ষিছড়ির বহু নিরীহ পাহাড়ি ও বাঙালি। পরে জনগণের ব্যাপক চাপের মুখে সরকার তাকে সেখান থেকে বদলী করতে বাধ্য হয়।

কাউখালি সংবাদ

"আমি মানুষ মারতে জানি": কাউখালির সিও

জাতীয় বার্তা: ১৪ এপ্রিল: ২৯ মার্চ স্বর্ণা দেওয়ান খুন হওয়ার পর যাতে ব্যাপক প্রতিবাদ হতে না পারে সেজন্য সেনারা কাউখালির বিভিন্ন গ্রামে কয়েক দিন ধরে দিনরাত পাহারা দিচ্ছে। তারা এলাকায় নতুন লোক বা ৩ জনের অধিক লোক জড়ো হলে গ্রেফতার করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। গত ৭ এপ্রিল ঘিলাছড়ি ক্যাম্পে চাম্পাতলি থেকে আসা আর্মির সিও বা কমান্ডিং অফিসার মুরুব্বীদের উদ্দেশ্যে বলেন: "৯২ সাল থেকে আমি এখানে (পার্বত্য চট্টগ্রামে) আছি। আমার গা'ও পাতলা, রাগও বেশী। নতুন লোক দেখলে চিনতে পারি। যুদ্ধ করতে জানি, মানুষ মারতে জানি।" সিও'র এমন প্রলাপ বকা দেখে মুরুব্বীরা মুচকি হেসে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসেন।

এলাকাবাসীর ধারণা, স্বর্ণা দেওয়ানের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে এলাকাবাসী যাতে সংগঠিত হতে না পারে তার জন্যই সেনবাহিনীর এ বাড়াবাড়ি।

পিসিপি কাউখালি থানা ও স্কুল কমিটি গঠিত

রাঙামাটি জেলার কাউখালি উপজেলায় গত ৩১ জানুয়ারী এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের থানা আহ্বায়ক কমিটি ও পানছড়ি স্কুল কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুক্রসেন চাকামকে আহ্বায়ক এবং বিপাসু তালুকদার ও মিকিলিন চাকমাকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট থানা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। অন্যদিকে শান্তি বিকাশ চাকমা, গোপন্ত চাকমা ও মিন্টু চাকমাকে যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পানছড়ি স্কুল কমিটি গঠন করা হয়। উভয় কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কন্টু চাকমা। এতে ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রিপন চাকমা ও রূপক চাকমা।

সেটলার কর্তৃক পাহাড়ি বাগান থেকে গাছ কর্তন

কাউখালি থানাধীন ৯৮নং কচুখালি মৌজার শামুকছড়ি গ্রামের হ্লাথোয়াই অং মার্মার (প্রাক্তন মেম্বার) সৃজিত বাগান থেকে সেটলাররা গাছ কেটে নিয়ে গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১২ এপ্রিল সোমবার সকাল ৯টার দিকে কাশখালির আজিজ মিঞা পিতা আকবর উদ্দীন এর নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একদল সেটলার হ্লাথোয়াই অং মার্মার শামুকছড়িস্থ প্রায় দেড় একর বাগানের মূল্যবান গামারী ও সেগুন গাছ কেটে সাবাড় করে ফেলে। হ্লাথোয়াই অং মার্মার ছেলে অং সুই প্রু মার্মা তাদের বাধা দিলেও তারা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। পরে অং সুই প্রু মার্মা টিএনও'র মাধ্যমে থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সেটলাররা দ্রুত পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে জুতা সেন্ডেল উদ্ধার করেছে। ঘটনার পরদিন মঙ্গলবার রাত ১২টায় সেটলাররা কর্তিত গাছগুলো ট্রাকে করে চুরি করে নিয়ে যায়। এলাকাবাসী গাছ কাটায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজনকে চিনতে পেরেছে। তারা হলো আবুল কালাম পীং বাতেন, শহর আলী পীং তাহের, হাফিজ উদ্দীন পীং কাশেম দিভার, হোসেন পীং চরপতি, শহীদ পীং সুপন ও মতিন পীং হাশেম। এদের সবার বাড়ি ঘিলাছড়ির মুসলিম পাড়ায়। এ ব্যাপারে অং সুই প্রু মার্মা কাউখালি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। তবে চুরির সাথে জড়িত কাউকে আজ পর্যন্ত আটক করা হয়নি।

লোগাং গণহত্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যার বিচার কর

লোগাং গণহত্যার ১৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি রতন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর জেলা শাখার সভাপতি রিকু চাকমা ৯ এপ্রিল সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া এক বিবৃতিতে লোগাং গণহত্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যার শ্বেতপত্র প্রকাশ ও বিচারের দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার লোগাং-এ অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে গণহত্যা চালানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ যখন বৈসাবি উৎসবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখনই এ গণহত্যা চালিয়ে লোগাং এলাকাকে রক্তে রঞ্জিত করা হয়।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, উক্ত গণহত্যার পর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে সর্বস্তরের জনতা লোগাং অভিমুখে লংমার্চ করে। দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ফলে সরকার বাধ্য হয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে। কিন্তু অদ্যাবধি তদন্ত কমিটির প্রকৃত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও কোন পদপে গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবতকালে ডজনের অধিক গণহত্যা সংঘটিত হলেও কোন ঘটনারই প্রকৃত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি।

তারা বলেন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে ডজনের অধিক সংঘটিত গণহত্যার ব্যাপারে কোন সরকারই পদপে গ্রহণ করেনি। এমনকি ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করে ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন-নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ আগের বলবৎ রেখে পাহাড়িদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীরা যেভাবে খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন চালিয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠিটিও একইভাবে পাহাড়ি জনগণের উপর গণহত্যা চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। শত শত মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে হাজার হাজার লোককে আহত-পঙ্গু বানিয়েছে। শত শত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে পাহাড়িদেরকে সর্বশ্বান্ত করেছে। কাজেই বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীরা যে অপরাধে অপরাধী পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠিটিও একই অপরাধে অপরাধী। সুতরাং বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যে পদ্ধতিতে করা হবে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত গণহত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও সেই পদ্ধতিতে বিচার করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে লোগাং গণহত্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যার শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানান। বার্তা প্রেরক: বাতায়ন চাকমা, দপ্তর সম্পাদক, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ।

দক্ষিণ কোরিয়া প্রবাসী পাহাড়িরা বৈসাবি উৎসব বর্জনের সিদ্ধান্ত

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবাসী পাহাড়িদের সংগঠন জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্ক-কোরিয়া সাজেক ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে হামলার প্রতিবাদে বৈসাবি উৎসব বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ৪ এপ্রিল একটি ইমেইল বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

সাজেক ও খাগড়াছড়িতে হামলার শিকার লোকজনের সাথে সংহতি জানানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জেপিএনকে-এর সমন্বয়ক রনেল চাকমা বলেন, "উৎসবের পরিবর্তে জেপিএনকে ১১ এপ্রিল সিউলে হংগিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শান্তি সমাবেশ, র‌্যালি, টক শো ও অন্যান্য কর্মসূচী আয়োজন করবে। এর উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কোরিয়ানদের অবহিত করা।"

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে জেপিএনকে-র আয়োজিত শান্তি সমাবেশে এক কোরিয়ান নারী ও তার দুই শিশু সন্তান। ১১ এপ্রিল ২০১০। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত পড়ুন শেষ পাতায়।

বিলাইছড়িতে ইউপিডিএফ-এর অফিস উদ্বোধন

ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা সদরে অফিস উদ্বোধন করেছে। এ উপলক্ষে গত ২৯ মার্চ বিলাইছড়ি বাজারে এক আলোচনা সভা ও র‌্যালির আয়োজন করা হয়।

হাজাছড়ি গ্রামের কার্বারী বরুণ কার্বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অনিমেষ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নেতা মাইকেল চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম জুরাছড়ি শাখার সভাপতি মহা রঞ্জন চাকমা, বিলাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নং ওয়ার্ড মেম্বার চাইথোয়াই মারমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম বিলাইছড়ি শাখার আহ্বায়ক সাগর চাকমা। সভা পরিচালনা করেন রিপন চাকমা।

আলোচনা সভার আগে একটি মিছিল উপজেলা সদর প্রদক্ষিণ করে। আনুমানিক ৫০০ জন র‌্যালি ও আলোচনা সভায় যোগ দেন।

ঢাকা ইডেন কলেজে সাজেক হামলার ওপর চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি সাজেক ও খাগড়াছড়িতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার ওপর চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা ইডেন কলেজে। গত ৩১ মার্চ ঐ কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনী সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা ছিল। এতে শতাধিক আলোক চিত্র স্থান পায়। প্রদর্শনীটি ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীসহ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তারা ছবিগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন ও মন্তব্য বই-এ স্বাক্ষর করেন।

খাগড়াছড়িতে হুয়াং বোই-ও-বার কর্মকর্তা গ্রেফতার

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: ১৪ মার্চ পুলিশ খাগড়াছড়ির স্বনির্ভর বাজার থেকে কমিউনিটি লাইব্রেরী সংগঠন হুয়াং বোইও-বার অর্থ সম্পাদক খোকন চাকমাকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে ইতিপুর্বে কোন মামলা কিংবা গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল না। ইউপিডিএফ-এর কর্মি সন্দেহে তাকে আটক করা হয়েছে। থানায় নেয়ার পর তাকে ২৩ ফেব্রুয়ারী হামলার সাথে জড়িত করে দায়ের করা মামলায় আটক দেখানো হয়েছে।

হুয়াঙ বোইও-বা'র সভাপতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি অংগ্য মারমা খোকন চাকমাকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে তার নিঃশর্ত মুক্ত দাবি করেন।

স্বনির্ভর বাজারে অবস্থিত হুয়াঙ বোইও-বা হলো একটি প্রগতিশীল পাঠাগার যা ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি প্রায় প্রতি বছর এককভাবে বই মেলার আয়োজন করে থাকে।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, খোকন চাকমাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

ইউপিডিএফ নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমার বাড়ি তল্লাশি

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: সেনা সদস্যরা গত ১৪ মার্চ খবংপুজ্যায় ইউপিডিএফ-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমার বাড়ি তল্লাশি করেছে। সেনারা প্রথমে বাড়িটি ঘিরে ফেলে। তারপর অনুমতি ছাড়া বাড়িতে ঢুকার পর উপস্থিত লোকজনকে বের করে দিয়ে তল্লাশীর নামে বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। তবে বেআইনী কোন কিছু উদ্ধারে তারা ব্যর্থ হয়। সেনারা বাড়ির গৃহকর্মি শান্তি রাণী চাকমাকে (৩০) হুমকি দেয়।

উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত নবম সংসদীয় নির্বাচনে খাগড়াছড়ি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনের বিজয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকলেও সেনাবাহিনী ষড়যন্ত্র করে তাকে হারিয়ে দেয়।

সাজেকে গ্রেফতারের সেনা চেষ্টা ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিবেদক: সেনাবাহিনী সাজেকের গঙ্গারাম দোরে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে চাইলে সাজেক নারী সমাজের কর্মিরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে সেনারা তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। গত ২ মে এ ঘটনা ঘটে।

বাঘাইহাট জোনের এক দল সেনা ঐ দিন সন্ধ্যায় গঙ্গারাম দোরে গিয়ে নিলক শান্তি চাকমাকে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে নারীরা তাতে বাধা দেয়। তার বয়স ২৮, পিতার নাম মেরে সিং চাকমা।

যে বক্তব্য প্রথম আলো ছাপায়নি

[গত ৩১ মার্চ ২০১০ প্রথম আলোর জনৈক সাংবাদিক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইউপিডিএফ-এর এক নেতার মন্তব্য জানতে চান। বিষয়টি হলো সরকার যদি ইউপিডিএফ-কে নিষিদ্ধ করে তাহলে ইউপিডিএফ কী করবে, সরকারের সাথে আলোচনায় বসার পরিকল্পনা রয়েছেন কিনা। ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে যথারীতি উক্ত প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়, কিন্তু প্রথম আলো রহস্যজনক কারণে তা ছাপায়নি। আমরা বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইউপিডিএফ-এর অনুমতিক্রমে উক্ত মন্তব্য নিচে হুবহু ছাপলাম।]

প্রথমত, ইউপিডিএফ একটি গণতান্ত্রিক দল, গণতান্ত্রিক রীতি নীতি মেনেই আমরা কাজ করছি। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল নামে একটি জোটের সাথেও আমরা শরীক। ইউপিডিএফ-এর গঠনতন্ত্রের ২নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, "পার্টির লক্ষ্য হইল শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য অধিকার পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অর্জনের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে শোষণ-নিপীড়নমুক্ত প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা"।

যদি পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয় তা হবে বেআইনী, সংবিধান ও সকল ধরনের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। কারণ দেশের সংবিধানে শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। কাজেই ষড়যন্ত্র করে স্বৈরাচারী কায়দায় পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হলে তা হবে এক বড় ধরনের ঐতিহাসিক ভুল, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কখনও মেনে নেবে না। তার ফলে উদ্ভূত যে কোন পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করতে অতীতের সামরিক ও বেসামরিক সরকারসমূহ বিভিন্ন সময় দমন-পীড়ন চালিয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়ার অবকাশ নেই। একটা কথা এখানে স্মরণ করা দরকার দমন-পীড়নের পরিণাম কখনও কারো জন্য শুভ হয় নি। সরকার ইতিমধ্যে সংবিধান স্বীকৃত সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে খাগড়াছড়িতে অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি করেছে। এতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে কার্যতঃ আমাদের পার্টির কার্যক্রম সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে।

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত দল ইউপিডিএফকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপ বর্তমানে ষড়যন্ত্র চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে বিএনপি সরকার যেমন মুখোশ বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে তিন পাহাড়ি সংগঠনকে দমন করতে চেয়েছিল, বর্তমান সরকারও বোরখা পার্টি ও সন্তু গ্রুপ-সদক (সন্ত্রাস দমন কমিটি) নামক সন্ত্রাসী সংগঠন দিয়ে ইউপিডিএফ-কে নির্মূলের চেষ্টা চালাচ্ছে। এদের হাতে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা রুই খই মারমাসহ দুই শতাধিক নেতা-কর্মী-সমর্থক নিহত হয়েছেন। ক্ষমতাসীনরা কেন ভুলে যায় যে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে দালাল ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে জনগণের আন্দোলন দমন করা যায় না। স্বৈরশাসক এরশাদ আর পাঞ্জাবি শাসক চক্রের ষড়যন্ত্র দমন-পীড়ন এ দেশের জনগণের আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারে নি। এটা সরকারের নীতি নির্ধারকদের মনে রাখা উচিত। কোন পার্টিকে নিষিদ্ধ করে, তার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে জনগণের আন্দোলন দমন করা যায়নি। ইউপিডিএফ-এর ওপর দমন পীড়ন চালিয়ে অতীতে আন্দোলন বন্ধ করা যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দাবি সুস্পষ্ট। বৈঠকের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের কাছে কোন প্রস্তাব আসে নি। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হলে আমাদের পার্টি তাকে স্বাগত জানাবে।

সম্পাদকীয়

১মবর্ষ ॥৪র্থসংখ্যা॥৭ মে২০১০

সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে জনগণ ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালিয়ে যাবে

আড়াই মাস অতিক্রান্ত হলেও তোলপাড় সৃষ্টিকারী সাজেক সহিংস ঘটনার রেশ এখনও কাটে নি, গণঅসন্তোষ কাল মেঘের কুণ্ডলীর আকারে পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশে জমে আছে। যে কোন সময় রূপ নিতে পারে আরও বড় ঝড়ের। ইতিমধ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি সড়ক অবরোধ আর ১২-১৪ এপ্রিল বৈসাবি উৎসব বর্জনের মাধ্যমে দু'দফায় বড় আকারে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে।

কাল পতাকা উত্তোলন, কাল ব্যাজ ধারণ, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ বর্জন, নিহতদের স্মরণে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর অভিমুখে ৫ সংগঠনের মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি ছিল ঝড়ের পূর্বাভাষ।

লোগাঙ হত্যাযজ্ঞ ও কল্পনা অপহরণ ঘটনার পর সাজেক-খাগড়াছড়ি সহিংস হামলা হচ্ছে এমন এক ঘটনা, যা দেশের ব্যাপক জনগণ এবং বাইরের প্রবাসীদের প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ হত্যা–ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে গণতন্ত্রকামী মানবতাবাদী বিবেক। জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে নিউইয়র্কে এবারই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। নিউইয়র্ক ছাড়াও বলতে গেলে বিশ্বের সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় শহরে প্রবাসীরা (পাহাড়ি-বাঙালি) প্রতিবাদ জানিয়েছে। উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, অটোয়া আর ইউরোপের লন্ডন, প্যারিস, জেনেভা, সিডনি, পূর্ব এশিয়ায় টোকিও, সিউল আর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ব্যাংককে বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নয়াদিল্লি, কোলকাতা, ত্রিপুরা আর মিজোরামে সাজেক-খাগড়াছড়ি সহিংস হামলায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। প্রতিবেশী মিয়ানমারেও (বার্মা) উদ্বেগ জানিয়ে সরকারের কাছে স্মারকলিপি দেয়ার কথা জানা গেছে।

দেশের এবং বিশ্বের বিক্ষুব্ধ জনমতকে প্রশমিত করতে ঘটনার অন্যতম হোতা বাঘাইছড়ির টিএনও, বাঘাইহাটের সেনা অধিনায়ক, খাগড়াছড়ির ব্রিগেড কমান্ডার ও চট্টগ্রামস্থ ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসিকে বদলী করার কথা পত্রিকান্তরে জানা গেলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানা যায় নি।

মনে রাখা দরকার, জনগণ শত্রুদের চিনতে ভুল করে না। ধ্বংসযজ্ঞের অন্যতম হোতা বাঘাইছড়ির ইউএনওকে লক্ষ্য করে জুতা-স্যান্ডেল নিক্ষেপ, তাকে বহনকারী গাড়িতে কষে লাঠি মেরে প্রতিবাদী জনতা ঘৃণা প্রকাশ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে গণদুশমন অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়ে আসছে। তবে সাজেক সহিংস ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা যে বিক্ষোভ দেখিয়েছে-- তা আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। হামলার প্রধানতম হোতা স্থানীয় সেনা জোন কমান্ডার ছিলেন ক্ষুব্ধ জনতার টার্গেট। দৃশ্যতঃ বদলী করে সরকার তাকে জনরোষ থেকে রক্ষা করেছে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা না দিয়ে কেবল ঘটনাস্থল থেকে অন্যত্র বদলী কোন গ্রহণযোগ্য পন্থা বলে বিবেচিত হতে পারে না, এতে অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। যা পরবর্তীতে অন্যদের জন্য অপরাধ সংঘটিত করার পথ খোলা রাখে, পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবত তাই ঘটে যাচ্ছে।

একটি ঘটনা কখনই পর্যবেক্ষক মহলের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না, সাজেকে প্রতিবাদী জনতার রোষে পড়েছে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী উভয় দলের নেতারা। সাধারণত সরকারি দলের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ লোকজনকে প্রতিকারের আশায় বিরোধী দলের মুখাপেক্ষী হবার প্রবণতা দেখা গেলেও, এক্ষেত্রে তা হয় নি। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী সাজেক সফরে গেলে জনতা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়। ক্ষমতাসীন দল যে ক্ষেত্রে ব্যর্থ সেখানে বিরোধী দল বিএনপি সাজেকবাসীদের মনে সাহস ও সান্ত্বনা যোগাতে পারত। উল্টো সরকারের চাইতে বিএনপি সেনা মোতায়েন করে নিপীড়ন আরও তীব্র করার পক্ষপাতী। এবারও হাতে-নাতে প্রমাণিত হল যে, আওয়ামী লীগ আর বিএনপি-জামাত আসলে একই গর্তের শিয়াল। সাজেকসহ গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে আরও সেনা মোতায়েনের দাবি জনগণকে ক্ষুব্ধ করেছে। বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নাল আবেদিনের নেতৃত্বে বিএনপির টিম সাজেক ঘটনাস্থলে গেলে ক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় জুতা-স্যান্ডেল টাঙিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে, যা বিএনপি'র গণবিরোধী নীতির প্রতি জনগণের উচিত জবাব বলে পরিগণিত হবে।

আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র চেহারা উন্মোচিত হলে নীল নক্সা মাফিক মাঠে নামানো হয় বেশ ক'টি চক্র, যেগুলো আসলে শাসকগোষ্ঠীর গুটি বিশেষ। রাজনৈতিক পাড়ায় বিতর্কিত পঙ্কজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এ রকম একটি দল ঘটনাস্থলে গেলে সাজেকবাসী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় এবং বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়ে। প্রতিবাদস্বরূপ খাগড়াছড়িতে দলটির সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে কেউ যায় নি। রঙ-বেরঙের দালালদের মুখে আন্দোলনকারী জনতা একে একে চপেটাঘাত করতে শুরু করেছে।

দ্বান্দ্বিক নিয়মেই সরকার ও তার দোসরদের বহুমুখী ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতার বিপরীতে গণতন্ত্রকামী সাধারণ জনগণ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে এবং আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হবার তাগিদ অনুভব করছে। অত্যাচারী শাসক-শোষকের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে অস্তিত্বের প্রয়োজনে তাই নিপীড়িত জনতাকে হতে হবে ঐক্যবদ্ধ।

পাহাড়ি-বাঙালি পরস্পর শত্রু নয়, জাতিগত শত্রুতা কখনও কারো কল্যাণ বয়ে আনে না। সামরিক-বেসামরিক আমলা কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রই নিজেদের স্বার্থে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী বাঙালিকে পাহাড়িদের জমি দখল ও গ্রামে হামলা করতে উস্কে দেয়। নিরস্ত্র পাহাড়িদের সাজেকে গুলি করে খুন করেছে সেনাবাহিনী। খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে হামলা করতে প্ররোচিত করে আনোয়ার হোসেন নামের ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। পুলিশকে দিয়ে গুলি করিয়ে পাহাড়িদের মারতে চেয়েছে, তা করতে না পারায় পুলিশের এসআইকে মেরে জখম করেছে সেনা সদস্যরা। আনোয়ার হোসেনের মৃত্যুকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে বড় ধরনের দাঙ্গা বাঁধাতে চেয়েছে, সংঘাত বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার ফন্দি এঁটেছে। সেনা কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে প্রতিষ্ঠিত বাঙালি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা মার খাচ্ছে। সেনা কর্মকর্তাদের গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আনোয়ার হোসেনদের মত লোকদের খুন হতে হচ্ছে, যা কারোরই কাম্য নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত সৃষ্টির প্রধান হোতা সামরিক-বেসামরিক আমলাদের বিরুদ্ধে সাধারণ পাহাড়ি-বাঙালি জনগণকে নিজেদের মধ্যে

৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সম্মেলন: কতিপয় মন্তব্য

অম্লান চাকমা

গত ২৯ - ৩১ মার্চ রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের নবম জাতীয় সম্মেলন হয়ে গেল। অন্যান্য বারের চাইতে এবারের সম্মেলন নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হচ্ছে। রাজনীতি সচেতন মহলের নিকট এ সম্মেলন একাধিক কারণে বেশ মনোযোগের দাবি রাখে। প্রথমত, সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির ভিন্ন মতাবলম্বী কেন্দ্রীয় ও তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

দ্বিতীয়ত, জনসংহতি সমিতির ৩৮ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ৭ জন প্রথম সারির কেন্দ্রীয় নেতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়ে সরাসরি বহিষ্কার করা হলো। বহিস্কৃতরা হলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপায়ন দেওয়ান, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত চন্দ্র শেখর চাকমা, সুধাসিন্ধু খীসা, তাতিন্দ্র লাল চাকমা (পেলে), বিনয় কৃষ্ণ খীসা, মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা ও শক্তিমান চাকমা। এছাড়া আরো ছয় কেন্দ্রীয় সদস্যকে নতুন কমিটিতে বাদ দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন রক্তোৎপল ত্রিপুরাও। চুক্তির আগে সরকারের সাথে সংলাপের সময় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন তিনি।

তৃতীয়ত, সম্মেলনে সন্তু লারমাকে সভাপতি পুনঃনির্বাচিত ও প্রণতি বিকাশ চাকমা (ভিক্টর)-কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে। সম্পর্কের দিক থেকে ভিক্টর সন্তু লারমার আপন বড় বোনের জামাতা। ২৭-সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে উপরোক্ত দু'জন ছাড়া গুড গার্ডস রয়েছেন মাত্র তিন জন -- গৌতম কুমার চাকমা (অশোক), লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা (দেবাশীষ) এবং উষাতন তালুকদার (মলয়)।

এ তিন জনের মধ্যে প্রথমজনকে কেন্দ্রীয় কমিটির কেবল সদস্য পদ দেয়া হয়েছে। চুক্তির পূর্বে সরকারের সাথে বৈঠক চলাকালীন পর্ব থেকে বিভিন্ন সময় তিনি পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। '৮২ সালে সমিতি বিভক্ত হয়ে গেলে তিনি লারমা গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অন্যদিকে লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমাকে চুক্তির আগে মধ্য সারির নেতা হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনি সন্তু লারমার নিকট আত্মীয়। শেষোক্ত জন পরিচিত সন্তু লারমার ইয়েস ম্যান হিসেবে। তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেছে নেয়ার প্রধান কারণ হলো সেটাই।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে সভাপতির পর সাধারণ সম্পাদকের পদই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাকে পার্টির দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা, সমন্বয় সাধন, পার্টির বিভিন্ন বিভাগ দেখাশোনা করা, দিক নির্দেশনা দেয়া, পার্টির জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল পত্র, সার্কুলার তৈরি করা ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িত থাকতে হয়। এ সব কাজের জন্য সাধারণত অভিজ্ঞ কর্মীদের নিযুক্ত করা হয়। নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কর্মী বাহিনীর সাথেও তিনি বিশেষ পরিচিত নন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার আগে কেন্দ্রের কোন একটি বিভাগ পরিচালনার অভিজ্ঞতা পর্যন্ত তার ছিল না।

আন্দোলনে অনভিজ্ঞ, সংগ্রামের সাথে সম্পর্কহীন ও জনবিচ্ছিন্ন কতিপয় সুযোগ সন্ধানী জুটিয়ে সন্তু লারমা গদি, ক্ষমতা ও স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হয়েছেন। জনগণের দাবি আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চাইতে আঞ্চলিক পরিষদ এবং নিজ গদি টিকিয়ে রাখাই তার এখন প্রধান লক্ষ্য।

আসলে দীর্ঘ দিন ধরে সন্তু লারমা জেএসএস-কে একটি পুরোপুরি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া চালিয়ে আসছিলেন। কেন্দ্রীয় সাত নেতাকে বহিষ্কার, অন্য ছয় জনকে বাদ দেয়া ও তার জামাতাকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করার মাধ্যমে তা সম্পূর্ণতা পেল। সন্তু লারমার স্বজনপ্রীতি গোষ্ঠীপ্রীতি সর্বজন বিদিত, এ নিয়ে আগেও দলের মধ্যে ক্ষোভ অসন্তোষ ছিল। '৮২ সালে লাম্বা-বাদি গ্রুপে বিভক্ত হবার পেছনে অন্যান্য অনেক কারণের সাথে এটিও ছিলো একটি। মানবেন্দ্র লারমার গড়া এই দলটির এই করুণ পরিণতি দেখে বুঝতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আন্দোলনের একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে এবং নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে, যার জন্য দরকার হবে নতুন ধরনের নেতা ও আন্দোলনের নতুন কলাকৌশল। সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জেএসএস বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্দোলন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক অচল মুদ্রা বৈ কিছু নয়।

> **আসলে দীর্ঘ দিন ধরে সন্তু লারমা জেএসএস-কে একটি পুরোপুরি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া চালিয়ে আসছিলেন। কেন্দ্রীয় সাত নেতাকে বহিষ্কার, অন্য ছয় জনকে বাদ দেয়া ও তার জামাতাকে সাধারন সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করার মাধ্যমে তা সম্পূর্ণতা পেল।**

সন্তু লারমা প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে, ইউপিডিএফ জেএসএস-কে ধ্বংস করতে চায়, জেএসএস-এর নেতৃত্বকে ধ্বংস করতে চায় ইত্যাদি। কিন্তু এ সব কথাবার্তা হচ্ছে সাধারণ লোকের সহানুভূতি কুড়ানোর লক্ষ্যে নিম্ন মধ্যবিত্তসুলভ ফন্দিফিকির, যা রাজনৈতিক বিচারে অত্যন্ত ঠুনকো। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, জেএসএস-এর ধ্বংস ও করুণ পরিণতির জন্য অন্য কেউ নয়, দায়ি হচ্ছেন খোদ সন্তু লারমা নিজে।

এই নবম সম্মেলনের মাধ্যমে জেএসএস-এর ভাঙন চূড়ান্ত হলো। জেএসএস এখন দুই গ্রুপে বিভক্ত -- সন্তু গ্রুপ ও রূপায়ন গ্রুপ। শেষোক্তরা নিজেদের এম.এন. লারমার প্রকৃত অনুসারী বলে দাবি করছেন। তারা সন্তু গ্রুপের সম্মেলনের ৯ দিন পর গত ১০ এপ্রিল দীঘিনালায় কর্মী সম্মেলন করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, এতে সমিতির সর্বাধিক সিনিয়র প্রতিনিধির অংশগ্রহণ রয়েছে। এই পাল্টা সম্মেলনে রূপায়ন দেওয়ান ও সুধাসিন্ধু খীসাকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও তাতিন্দ্র লাল চাকমা পেলেকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া দীঘিনালা ঘোষণা নামে একটি দলিলও সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে। সম্মেলনের প্রতিনিধিবৃন্দ সন্তু লারমার নবম সম্মেলনকে অগঠনতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর ফলে সন্তু লারমা কার্যত আর জনসংহতি সমিতির বৈধ মুখপাত্র রইলেন না।

সম্মেলনের আগেও সমিতিতে গঠনতান্ত্রিক সংকট ছিল, তখনও সন্তু লারমার কর্তৃত্ব নিয়ে বিতর্ক ছিল। নবম সম্মেলন তাকে চরম সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সন্তু লারমার এখন কেবল নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন নয়, তার অস্তিত্ব সংকটও তীব্র হয়ে উঠেছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য তাকে হয় বিতর্কিত নবম সম্মেলন বাতিল করে রূপায়ন দেওয়ান-সুধাসিন্ধু খীসার নেতৃত্বাধীন মূলধারার গৃহীত ঐক্য সম্মেলন প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তা হবে সন্তু লারমার জন্য রাজনৈতিক ও আদর্শিক পরাজয়বরণ, এ যাবত তার গৃহীত সকল কর্মকাণ্ড এতে নাকচ হয়ে যাবে। প্রমাণিত হবে তার নীতি সিদ্ধান্ত ছিল ভ্রান্ত ও হঠকারী, যা তিনি সহজে মানবেন বলে মনে হয় না। আর নয়তো তাকে রূপায়ন দেওয়ান-সুধাসিন্ধু খীসার

৫ম পাতায় দেখুন

উন্নয়ন কর্মকান্ডে ইউপিডিএফ-এর ভূমিকা

আনন্দ প্রকাশ চাকমা

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ কোন গতানুগতিক পার্টি নয়। এর সুনির্দিষ্ট আদর্শ, লক্ষ্য ও শৃঙ্খলা রয়েছে। পার্টি হিসেবে তার বয়স এখনো কম -- মাত্র ৮ বছর ছুঁই ছুঁই। লোকবল বা কর্মিরও ঘাটতি রয়েছে। আর তার অর্থনৈতিক অবস্থাতো একেবারে করুণ। সম্পূর্ণ জনগণের সাহায্য সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। একদিকে অভাব অনটন, অন্যদিকে সরকারের দমন পীড়ন ও সন্তু চক্রের সশস্ত্র জঙ্গীদের হামলা পার্টির নিত্যসঙ্গী। এতসব প্রতিকূলতার মধ্যেও ইউপিডিএফ তার রাজনৈতিক কর্মসূচীর পাশাপাশি জনগণের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছে।

ইউপিডিএফ এর সদস্যরা বাগানে কাজ করছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা অত্যন্ত সেকেলে। অধিকাংশ চাষীই মনে করেন যে জুম চাষ ব্যতীত উঁচু নিচু পাহাড়গুলোকে অন্য আর কোন কাজে লাগানো যায় না। তাই তারা প্রতিবছর এ পাহাড় ও পাহাড় ঘুরে শুধু জুম নির্ভর উৎপাদন কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এটা তাদের একেবারে মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এতে করে তাদের চিন্তা জগতে গন্ডীবদ্ধতা তৈরি হয়েছে।

অধিক ফলনশীল আবাদ পদ্ধতি বা দীর্ঘ মেয়াদি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে তারা পরিচিত নন। এ ক্ষেত্রে জমিকে সর্বোচ্চ উৎপাদনের কাজে লাগানোর পন্থা পদ্ধতি বিষয়ে চাষীদের শিক্ষা দেয়া সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশের সরকার হাজারো কিসিমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে এতই ব্যস্ত থাকে যে জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব পালন করার সময় ও সুযোগ তাদের হয় না। দেশে কৃষি বিভাগ থাকলেও তা শুধু কাগজে কলমে ষোল কলায় পরিপূর্ণ। তাদের দায়িত্ব কি সেটা তারা জানলেও বাস্তবে সেই দায়িত্ব পালন করতে তাদের দেখা যায় না। বর্তমান অবস্থার বিচারে এই বিভাগ যে চাষীদের প্রকৃত উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখবে তা মনে করাটা তাই বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। মূলত সরকারী অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের কৃষি পদ্ধতির আধুনিকীকরণ ঘটছে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নতিও হচ্ছে না।

দেশের অপরাপর অঞ্চলের চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাষীদের অবস্থা আরো বেশী হতাশাব্যঞ্জক। ইদানিং কিছু লোক স্বউদ্যোগে কিছু কিছু দীর্ঘস্থায়ী ও বহুমুখী ফলদায়ক চাষাবাদ করলেও অধিকাংশই স্বল্পস্থায়ী এবং একমুখী কৃষি কাজে অভ্যস্ত। ভাত প্রধান খাদ্য বিধায় তারা শুধু ধান উৎপাদন করাকেই একমাত্র উৎপাদন কাজ মনে করে থাকেন। ধান ছাড়াও আরও মূল্যবান অনেক কিছু ফলিয়ে যে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায় সেই ধ্যান ধারণা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। বিশেষ করে সাজেক, গঙ্গারাম, মিইনী ধুম, হরিণা, ঠেগা, রেঙখ্যং, শঙ্খ, মধু ইত্যাদি এলাকাকার লোকজন শুধু জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। শুধু ধান ব্যতীত অন্য কিছু উৎপাদন করার কথা তারা ভাবতেও পারেন না। গত বৎসর সাজেক থেকে ইউপিডিএফ-এর এক নতুন কর্মি মিইনী বাবুছড়ায় এসে একটা খেজুর গাছ দেখে রীতিমত অবাক হয়ে যান। কারণ তিনি তার জীবনে কখনো কোথাও সেরকম সুঁচালো কাটাযুক্ত আশ্চার্য গাছ দেখেননি। গাছটি দেখে তিনি তাজ্জব বনে গেলেও, আমরা তাকে দেখে আশ্চার্যান্বিত হতে পারি না। কারণ এটাই পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব চিত্র। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, সাজেক এলাকায় অনেক কিশোর বালক রয়েছে যারা আম কাঁঠালের স্বাদ কি এখনো তা জানে না। শুধু জুম ও ধান নির্ভর অর্থনীতির কারণে আজ তাদের এই অবস্থা। একই জমিতে যে মিশ্র ফল, মূল্যবান গাছ, মৌসুমী শাক সব্জি ইত্যাদি উৎপাদন করে অধিক লাভবান হওয়া যায় তা তারা বুঝতেও চান না। তাদের এই অজ্ঞতা দূর করে দিয়ে উৎপাদন সম্পর্কে এবং বিশেষত জুম কৃষির বৈচিত্র্যকরণ এর প্রতি জনগণকে সচেতন করে তুলতে ইউপিডিএফ তার সীমিত শক্তি নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও পরোক্ষভাবে, কোথাও মডেল আকারে, আবার কোথাও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে জনগণের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মৎস্য চাষ, সেচ ব্যবস্থা, পাওয়ার টিলার, পাম্প মেশিন, মিশ্র ফলের বাগান, ওষধী গাছ, মূল্যবান বৃক্ষের চারা রোপন, তাঁত কল স্থাপন, সব্জি চাষ, বিভিন্ন অর্থকরী ফসল উৎপাদন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সাহায্য সহযোগিতাসহ জনগণকে বহুমুখী উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে এর যথেষ্ট সুফলও অর্জিত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি ইউপিডিএফ-এর সদস্যরা শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষেত খামারে নয়, জনগণের আর্থসামাজিক কাজেও দৈহিক শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন। এতে করে পার্টি জনগণের কাছাকাছি যেতে সক্ষম হয় এবং পার্টি ও জনগণের মধ্যে হৃদ্যতা, ঐক্য ও সহানুভূমি গড়ে ওঠে।

বর্মাছড়ি-লক্ষিছড়ি এলাকার জনগণ অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ গাছ-বাঁশের উপর নির্ভরশীল। গাছ বাঁশ বেঁচা কেনায় সামান্য সমস্যা সৃষ্টি হলে তাদের পেটের সরবরাহ লাইনও cut off হয়ে যায়। একমুখী উপার্জন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতার কারণে এই পরিস্থিতিরি সৃষ্টি হয়। এই এলাকায় ২০০৫ সালে লক্ষাধিক টাকার উন্নত জাতের আম ও লিচু চারা সরবরাহ করে সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদনের একটা মডেল সৃষ্টি করা হয়েছে।

সাজেক এলাকার লোকজন শুধুমাত্র জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। শুধু ধান ছাড়া অন্য কিছুই আর তারা উৎপাদন করতে জানেন না। এমনকি এতে তারা আগ্রহীও নয়। তাদেরকেও আম ও লিচু চারা সরবরাসহ স্বল্পমেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কার্যকমে যুক্ত করা হচ্ছে।

পানছড়ি এলাকায় হরুবিল, তারাবুন্যা, জগপাড়া ইত্যাদি এলাকায় ২০০৫ সালে মোট ৫টি বাঁধ দিয়ে মৎস্য চাষ এবং কৃষি জমিতে সেচ ব্যবস্থার সুবিধা করা হয়েছে। এলাকার মানুষের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সাহায্য সহযোগিতা না পেলে এত বিশাল আকারের উদ্যোগ অবশ্যই সম্পন্ন হতো না। এক্ষেত্রে ইউপিডিএফ-এর পানছড়ি ইউনিটের উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। সেখানে বিভিন্ন ফলমূলের বাগান এবং নার্সারীও গড়ে তোলা হচ্ছে।

২০০৪ সালে দীঘিনালা বাবুছড়ায় মডেল হিসেবে তাঁত শিল্প স্থাপন করে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। বর্তমানে সেখানে ৫টি তাঁতকল সচল রয়েছে।

কুদুকছড়ি, কাউখালি, খাগড়াছড়ি ইত্যাদি এলাকায় পার্টি কর্মিরা সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি নিজেরাই শ্রম দিয়ে বহু ক্ষেত খামারও করে থাকেন। আগে যেসব জমি পতিত থাকতো, সেসব জমিতে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে আবাদ করায় উল্লেখযোগ্যভাবে ফলন পাওয়া যাচ্ছে। এতে করে স্থানীয় কৃষকরা জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের শিক্ষা লাভ করছেন এবং সেকেলের ধারণা ত্যাগ করে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ ও প্রয়োগে উৎসাহিত হচ্ছেন।

জুম চাষ নিয়ন্ত্রণে ইউপিডিএফ-এর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। জুম চাষ এক সময় টেকসই অর্থনীতি হলেও, বর্তমানে নানা কারণে তা পরিবেশের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই অবাধে জুম চাষ অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। ইউপিডিএফ গ্রামে গ্রামে মিটিঙ ডেকে জুম চাষের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে থাকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে জুম চাষে বাধা প্রদান করে থাকে।

বন, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ইউপিডিএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পার্টির কর্মসূচীতে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার কেবলমাত্র কর্মসূচীতে সীমাবদ্ধ নয়; বাস্তবেও তার প্রয়োগ রয়েছে। গ্রামভিত্তিক সভা সমিতিতে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়, জনগণকে সচেতন করা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে বন ও বন্য প্রাণী রক্ষায় সংঘবদ্ধ শক্তি প্রয়োগ করা হয়।

সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি ইউপিডিএফ-এর সদস্যরা শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষেত খামারে নয়, জনগণের আর্থসামাজিক কাজেও দৈহিক শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন। এতে করে পার্টি জনগণের কাছাকাছি যেতে সক্ষম হয় এবং পার্টি ও জনগণের মধ্যে হৃদ্যতা, ঐক্য ও সহানুভূমি গড়ে ওঠে।

আনন্দ প্রকাশ চাকমা ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। নিবন্ধটি ২০০৬ সালের ১২ অক্টোবর লেখা।

জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সম্মেলন

৪র্থ পাতার পর

নেতৃত্বাধীন ধারাকে রাজনৈতিকভাবে ভুল প্রমাণিত করতে কর্মসূচি নিতে হবে। তা করতে গেলে প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রামে তার গণভিত্তি ও সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন এবং সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র একটি চক্রকে নিয়ে সন্তু লারমা কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারলেও সাংগঠনিকভাবে বেশিদূর এগুতে পারবেন সে সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। পার্বত্য চট্টগ্রামে গণভিত্তি প্রদর্শন বা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা তো দূরের কথা, বরং তাকে ক্ষমতাসীন সরকারের কৃপা ও দয়া-দাক্ষিণ্য নিয়ে টিকে থাকতে হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সন্তু লারমা সে পথ ধরেছেন। সাজেক-খাগড়াছড়িতে সহিংস ঘটনায় দুনিয়াব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হলেও তার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন আর বৈসাবি উৎসবে জনগণের সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে কর্মসূচি গ্রহণ সে আলামতই প্রকাশ পায়।

১৯৮০ দশকে লাম্বা-বাদি বিভক্তির পর জেএসএস-এর এই ভাঙন জেএসএস-এর জন্য সবচেয়ে বড় আঘাত। ঐ ভাঙনের পর জেএসএস পার্বত্য চট্টগ্রামে আর বড় ধরনের আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করতে পারেনি। সাম্প্রতিক ভাঙনের ফলে সন্তু লারমার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। এটাই প্রমাণিত হলো যে, তিনি শুধু জনগণের কাছ থেকে নয়, বৃহত্তর কর্মীবাহিনী থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। খোদ জনসংহতি সমিতির বৃহত্তর অংশ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে তিনি আর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে আগের মত নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকতে সক্ষম হবেন না। তার ভূমিকা হবে যে দলই ক্ষমতায় আসুক তার দালালি করা। তার সাথে লেজধরা সুযোগসন্ধানী ধান্দাবাজদের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজের সকল আন্দোলনকামী শক্তির ঐক্যবদ্ধ হবার শর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রয়োজন সুবিধাবাদিতা, দালালি ও লেজুড়বৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল আন্দোলনকামী শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়া।#

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করবে

আগামী ২০ মে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৮৯ সালের এদিন ঢাকায় সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে। ৪ঠা মে লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদ জানাতে ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত পাহাড়ি সংগঠনের প্রতিনিধিরা ঢাকায় মিলিত হন এবং স্ব স্ব সংগঠনের বিলোপ ঘটিয়ে একটি মাত্র সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এভাবেই সেদিন জন্ম হয় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের। এর পরদিন অর্থাৎ ২১ মে ঢাকার রাজপথে প্রথম বারের মতো পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ব্যানারে ঐতিহাসিক মৌন মিছিল বের করা হয়।

লংগদু গণহত্যার রক্তবীজ থেকে জন্ম নেয়া পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকারহারা জনগণের আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। নব্বই দশকের প্রথম দিকে প্রসিত বিকাশ খীসা (বর্তমানে ইউপিডিএফ এর সভাপতি) পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার নেতৃত্বে সংগঠনটি পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে ও আন্দোলনে এক বিরাট গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল লোগাং গণহত্যা সংঘটিত হলে তার নেতৃত্বে ২৮ এপ্রিল লোগাং অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চ পরিচালিত হয়।

সরকার পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলন মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে। এর মধ্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শত শত নেতা কর্মী ও সমর্থককে আটক করা, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ঝুলিয়ে দেয়া, মিছিল-সমাবেশে বাধা দেয়া, সেটেলারদের দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন খাড়া করে লেলিয়ে দেয়া, বখাটে ও মাদকাসক্ত পাহাড়ি যুবকদের দিয়ে মুখোশ বাহিনী গঠন ইত্যাদি। কিন্তু এত বাধা বিপত্তি ও দমন-পীড়ন সত্বেও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের অগ্রযাত্রাকে রুদ্ধ করতে সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ পাহাড়ি জনগণের আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়।

কিন্তু ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাক্কালে সন্তু লারমা (যিনি বর্তমানে জনসংহতি সমিতির সন্তু

৭ম পাতায় দেখুন

বৈসাবি উৎসব: নিপীড়িত

১ম পাতার পর

বর্জন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। অনেকে ধারণা করেছিলেন খাগড়াছড়ি ও গ্রামাঞ্চলে উৎসব বর্জন হলেও রাঙ্গামাটি শহরে উৎসব ঠিকই হবে। কিন্তু তাদের সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি মূল বিজুর দিনেও রাঙ্গামাটি সদরে উৎসব জমেনি। প্রথম আলোর ১৪ এপ্রিল সংখ্যায় প্রতিবেদন ছিল এ রকম:

"পার্বত্য আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাসী উৎসব বৈসাবির দ্বিতীয় দিন মূল বিজু গতকাল মঙ্গলবার রাঙ্গামাটিতে অনাড়ম্বরভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে। খাগড়াছড়িতে প্রথম দিনের মতো গতকালও ছিল না কোনো উৎসবের আমেজ। ..... রাঙ্গামাটি শহরের টিঅ্যান্ডটি কার্যালয় এলাকায় কথা হয় শ্যামল চাকমা, তৃণা চাকমাসহ কয়েকজন তরুণ-তরুণীর সঙ্গে। তাঁরা জানান, এই উৎসবের জন্য তাঁরা সারা বছর অপেক্ষা করেন। বন্ধুরা মিলে একসঙ্গে আনন্দ-ফূর্তি করেন। কিন্তু এবার একসঙ্গে বের হলেও আনন্দ করার জন্য মন থেকে সাড়া পাচ্ছেন না। এদিকে বাঘাইহাট ও খাগড়াছড়ির ঘটনার প্রতিবাদে পার্বত্য চুক্তিবিরোধী ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) বৈসাবি বর্জনের ডাক দেওয়ায় রাঙ্গামাটির নানিয়ারচর, জুরাছড়ি, বরকল, বাঘাইছড়ি উপজেলাসহ অনেক স্থানেই বৈসাবি উদ্‌যাপিত হয়নি।"

সন্তু লারমা বৈসাবি উৎসব বর্জনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি এবং গুটিকয় চিহ্নিত ব্যক্তি বৈসাবি উৎসবকে ঘিরে অতি বেশী ঐতিহ্য সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু "ঐতিহ্য" "সংস্কৃতি" ইত্যাদির আড়ালে তাদের আসল মতলব হচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা। উৎসবের জন্য তারা জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ থেকে বিশাল অংকের অনুদান পেয়েছিলেন। সন্তু লারমা উৎসব বর্জনের সমালোচনা করে বলেছিলেন, ইউপিডিএফ বিজুকে নিয়ে রাজনীতি শুরু করছে, ইউপিডিএফ-এর চাপে জনগণ স্বস্তিতে উৎসব করতে পারছে না ইত্যাদি। তার এই অক্ষম অনুযোগ নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। তার আগে অন্য এক রাজনৈতিক ডিগবাজীর ক্রীড়া নৈপুণ্যবিদের বক্তব্য বয়ান করা যাক। ইনি হলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান। তিনি বলেন:

"যা কিছু হচ্ছে তা বাড়াবাড়ি, আন্দোলন সংগ্রাম অন্য জিনিস, এর সাথে তো সামাজিক উৎসবকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। সারা বছরে এটাই আমাদের সবচে বড় উৎসব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও তো বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন নির্যাতন হয়, তাই বলে কি তারা কেউ ঈদ বা বড়দিন পালন বর্জন করেছে?" (সুপ্রভাত বাংলাদেশ, ১২ এপ্রিল ২০১০)।

কূপমন্ডুক, কুয়োর ব্যাঙ আর কাকে বলে! বিদেশের কথা আর কি বলবো, দেশেই তো উৎসব বর্জনের বহু ঘটনা ঘটেছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে জিতে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই হিন্দুদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু হলে সে বার তারা প্রতিবাদে দূর্গা পূজা উৎসব বর্জন করেছিলেন। তার আগে ১৯৯১ সালেও একবার তারা দূর্গা পূজা উৎসব বর্জন করেছিলেন। এমনকি ২০০৮ সালের দূর্গা পূজাও একই কারণে ঢাকার কয়েকটি এলাকায় বর্জন করা হয়।[সূত্র: http://hinduexistence.wordpress.com /tag/durga-puja-in-bangladesh/]

এখানে আরও স্মরণ করা যেতে পারে, পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে বিধি-নিষেধের প্রতিবাদে বাংলা নর্ববর্ষ গুরুত্বের সাথে পালিত হতো। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তদাস্তিন পূর্ব পাকিস্তানে এ উৎসব পালিত হয় নি। তা ছিল তখনকার যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রতিফলন।

বিদেশের উদহারণ হিসেবে বলা যায়, আমেরিকার কলম্বিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গরা ১৯৬০সালে Segregation ও বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে বড়দিনের জন্য কেনাকাটা বয়কট করেছিলেন।

তবে, আসল প্রশ্ন হলো, উৎসব বর্জনের সিদ্ধান্তের জন্য বিদেশের পূর্ব নজীর দেখতে হবে কেন? বিদেশে অন্য কেউ উৎসব বর্জন না করলে কি আমরা প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে বৈসাবি বর্জন করতে পারবো না, বা বর্জন করা ভুল হবে? যারা আমাদের মত অত্যাচারিত নয়, প্রতিবাদ জানাতে তাদের উৎসব বর্জনেরও প্রয়োজন পড়ে না, সেজন্য সে ধরনের কর্মসূচি তাদের নিতে হয় নি। অন্যদিকে, আমাদের ওপর চরম নিপীড়ন নির্যাতন জারি আছে। পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ-লুটপাট চালিয়ে আমাদের সর্বস্বান্ত করা হয়। তার প্রতিবাদে জরুরি কর্তব্য হচ্ছে সরকারের প্রতি আমাদের অনাস্থা প্রকাশ করা। এ দেশে সরকার আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দেয় না। আমাদের জানমাল রক্ষা করে না। যেখানে আমাদের বেঁচে থাকাই দায়, সেখানে উৎসব হবে কিভাবে? উৎসবের জন্য প্রথমত দরকার পরিবেশ। সাজেক-খাগড়াছড়িতে আমাদের স্বজনরা খোলা আকাশের নিচে ধ্বংস স্তূপে বসে থাকবে আর আমরা উৎসব করবো তা কি করে হয়? আনন্দ উৎসব সম্মিলিত ব্যাপার। স্বজনদের দুর্দশায় আনন্দ উৎসব হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তম সামাজিক ও জাতীয় উৎসব বৈসাবি থেকে বিরত থেকে সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশের যথার্থ মাধ্যম। বৈসাবি বর্জন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ তাই করেছেন। দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ শুরু হলে তাদেরও পূজা বর্জনের কর্মসূচি নিতে হয়েছিল। বৈসাবি বর্জনকে যারা "বাড়াবাড়ি" বলেন, তারা নিপীড়ক ও অন্যায়কারীর হাতকেই শক্তিশালী করেন।

আর যারা "ঐতিহ্য" "সংস্কৃতি" বলে খুব বেশী চিল্লাচিল্লি করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলা দরকার -- প্রথমত, যেখানে জাতীয় অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি, যেখানে মরা বাঁচার লড়াই, সেখানে ঐতিহ্যের প্রশ্নটি গৌণ হতে বাধ্য। কারণ জাতীয় অস্তিত্ব টিকে থাকলে তবেই কোন জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বেঁচে থাকে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহ্য সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল; স্থির অপরিবর্তনীয় নয়। অতীতে আমাদের পূর্ব পুরুষরা যেভাবে বিজু বা সাংগ্রাই বা বৈসু পালন করেছে, বর্তমানে সেভাবে পালন করা হয় না। তাছাড়া স্বাধীন, ভয়মুক্ত ও অনুকূল পরিবেশে যেভাবে বিজু উৎসব পালন করা হয়, পরাধীন, ভয়ার্ত ও প্রতিকূল পরিবেশে সেভাবে পালন করা যায় না। একটি পরাধীন জাতির জন্য প্রধান কাজ হলো মুক্তি লাভের চেষ্টা করা। এই মুক্তির জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়। সংগ্রামের জন্য দরকার হয় হাতিয়ার, যে হাতিয়ারের আঘাতে প্রতিপক্ষ দুর্বল হয়। মুক্তি আকাঙ্ক্ষী জাতি বা জনগণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যা কিছু হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব তা ব্যবহার করতে বাধ্য। তা না হলে বলা যাবে না সে জাতি বা জনগণ সত্যি সত্যি লড়াই করছেন। যদি আন্দোলনের দীর্ঘ পথে কোন সময় কোন উৎসব (যেমন বৈসাবি) হাতিয়ার হিসেবে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই উৎসবকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করা হবে চরম বোকামি।

যখন সাজেক ও খাগড়াছড়িতে হামলার পরও সরকার জনগণের ওপর নির্যাতন বন্ধ না করে বরং আরও তীব্র করেছে, যখন প্রতিবাদের সমস্ত উপায় কেড়ে নিয়েছে, যখন মানব বন্ধন কর্মসূচীর মতো অতি সাধারণ ও নির্দোষ কর্মসূচীও সরকার করতে দিচ্ছে না, তখন বৈসাবি উৎসব বর্জন কর্মসূচী ছাড়া জনগণের হাতে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানানোর উপায় আর আছে কি? প্রতিবাদ জানানোর এই মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করা কি বোকামি নয়? আমার বিশ্বাস, এর মধ্যে সন্তু লারমার অভিযোগেরও জবাব দেয়া হয়েছে। তাই বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। মনিস্বপন বাবু ও সন্তু বাবুর মতো সরকারী ক্ষমতা ভোগ করা লোকদের পক্ষে বৈসাবি উৎসব বর্জনের তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু সাধারণ জনগণ যারা প্রতিদিন নির্যাতন হয়রানির শিকার হচ্ছেন তারা ঠিকই বুঝেছেন। আর সে কারণেই বর্জন কর্মসূচী সব জায়গায় তারা এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করেছেন।

শেষ করার আগে মনিস্বপন বাবু সম্পর্কে আরো কিছু বলা দরকার। তিনি ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে চরম দক্ষিণপন্থী বিএনপি-জামাত জোটের মনোনীত প্রার্থী হয়ে রাঙ্গামাটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে তাকে পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীও করা হয়। মন্ত্রী থাকা অবস্থায় একবার তিনি চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকায় এসেছিলেন এবং সেখানে কর্মরত পাহাড়িদের সাথে আলাপকালে সরকারী দলের মন্ত্রী হয়েও জনগণের জন্য কিছু করতে না পারার অক্ষমতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নিজেকে "খাঁচাবদ্ধ মোরগের" সাথে তুলনা করেন। চাকমা ভাষায় "হ্যাঙাত ভোরেয়্যা রাদা কুর-অ"। সেজন্য ডানা ঝাপটা দিয়ে ডাকতে পারছেন না। তার এই বক্তব্য ইউপিডিএফ-এর এক নেতাকে শোনানো হলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: মনিস্বপন বাবু খাঁচাবদ্ধ মোরগ নয়। তিনি হলেন শো কেসে রাখা মাটির তৈরি মোরগ। সেজন্য ডাকতে পারছেন না। আর মাটির তৈরি বিধায় শো কেস থেকে পড়ে গেলে বা কেউ ফেলে দিলেই ভেঙ্গে যাবে। তখন আর জোড়া লাগানো যাবে না। বাস্তবিক মনিস্বপন বাবুর অবস্থা তাই হয়েছে। বিএনপি থেকে ঝরে পড়ার পর কোনখানে কুল কিনারা পান নি। অলি আহমেদের সাথে কিছুদিন ছিলেন। গত নির্বাচনে তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী হয়ে মনোনয়ন জমা দেন। কিন্তু কুল কিনারা না দেখে পরে সটকে পড়েন।

মাটির তৈরি মোরগের কাজ যেমন ডাক দেয়া নয়, বরং ড্রয়িং রুমের সৌন্দর্য্য বর্ধন করা। ঠিক তেমনি মনিস্বপন দেওয়ানের কাজও ছিল জোট সরকারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও নিজের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করা, জনগণের স্বার্থ দেখা নয়। এই কাজটি তিনি ভালোভাবেই করেছেন। কাজেই তার মতো দালালের কাছ থেকে বৈসাবি বর্জন কর্মসূচী সম্পর্কে জনগণ আর কি মন্তব্য আশা করতে পারেন?

জনসংহতি সমিতি (এম.এন. লারমা) এর দীঘিনালা ঘোষণা

গত ১০ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালায় জনসংহতি সমিতির একটি অংশ সন্তু গ্রুপের ৯ম জাতীয় সম্মেলনকে প্রত্যাখ্যান করে পাল্টা সম্মেলনের আয়োজন করে। এর ফলে জনসংহতি সমিতি আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। একাংশের নেতৃত্বে সন্তু লারমা ও তার জামাতা প্রণতি বিকাশ চাকমা; অপর অংশের নেতৃত্বে রয়েছেন সুধাসিন্ধু খীসা ও রূপায়ন দেওয়ান। শেষোক্তরা তাদের পার্টির নাম দিয়েছেন জনসংহতি সমিতি (এম, এন, লারমা)। তারা তাদের আহুত সম্মেলনে দীঘিনালা ঘোষণা নামে একটি দলিল অনুমোদন করেন। নিম্নে তার চুম্বক অংশগুলো ছাপানো হলো।

শ্রী লারমার লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেয়ে তার অস্বচ্ছতা, নৈতিক অধঃপতন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যার কারণে, সৎ, আদর্শবান ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তার কাজ করা আর কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তাই, তার এইসব নেতা-কর্মীদের পার্টি হতে বিতাড়িত করে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ২০০৫ সালের মাঝামাঝি হতে উপনলীয় চক্রান্ত শুরু করেন এবং ৮ম জাতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত বেশকিছু কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যকে এই জাতীয় সম্মেলনের পরপরই কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টির সকল কার্যক্রম হতে অপদ্ধতিগতভাবে সরিয়ে দেন। বিগত জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে এইসব নেতা-কর্মীবৃন্দকে বিভিন্ন আপত্তিকর বিশেষণে বিভূষিত করে ক্রমাগত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাজনক বিষয় যে, তৎসত্ত্বেও এইসব দায়িত্বান নেতা-কর্মী ও শ্রী লারমার সঙ্গে থাকা বেশ ক'জন কেন্দ্রীয় সদস্যের পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার সকল প্রচেষ্টা তার একগুঁয়েমির কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। গঠনতন্ত্রের ২নং ধারা (নীতি ও আদর্শ) ও ৩ নং ধারায় (উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য) বিধৃত সকল বিশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জুম্মজাতির মহান নেতা প্রয়াত এমএন লারমার অনুসৃত নীতি, কৌশল ও নির্দেশনাকে পরিত্যাগ করে নিজের মনগড়া রাজনীতি চালু করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে শ্রী সন্তু লারমা বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ বৈঠক ব্যতীত একক সিদ্ধান্তের নবম জাতীয় সম্মেলনের প্রায়ই কার্যাবলী চূড়ান্ত করে তবেই ২৫ মার্চ, ২০১০ এক খন্ডিত কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত করে তার চরম স্বৈরাচারী নেতৃত্ব আরও একবার প্রদর্শন করেন এবং এই সম্মেলনে পার্টির শীর্ষ অনেক নেতাকে বহিষ্কার ও বাদ দেন। এই প্রেক্ষাপটে পার্টির সচেতন নেতা-কর্মীবৃন্দ ... আজ ১০ এপ্রিল,২০১০ খ্রীষ্টাব্দ, শনিবার এই দীঘিনালা ঘোষণা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে।

পার্টি সম্পর্কিত: ১। বিগত ২৯-৩১ মার্চ ২০১০ শ্রী সন্তু লারমা কর্তৃক অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সম্মেলনকে একতরফা, অগঠনতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক বিবেচনায় এই সম্মেলন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে। ... (৪) শ্রী সন্তু লারমার গঠনতন্ত্রবিরোধী সকল কার্যকলাপের শ্বেতপত্র প্রকাশ করার ঘোষণা এই সম্মেলন দিচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত: ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবী এই সম্মেলন জানাচ্ছে। ২। এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরূপন করে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার ঘোষণা এই সম্মেলন দিচ্ছে। ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০০" সংশোধনপূর্বক দ্রুত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করার দাবী এই সম্মেলন জানাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বাঘাইহাট-খাগড়াছড়ি বর্বরোচিত সহিংস ঘটনা সম্পর্কিত:

১। গত ফেব্রুয়ারী মাসে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইহাট ও খাগড়াছড়ি জেলা শহরে সংঘটিত বর্বরোচিত সহিংস ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী এই সম্মেলন জানাচ্ছে।

২। এই ঘটনার ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের দ্রুত যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবী এই সম্মেলন জানাচ্ছে। এই ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে সেইসব মামলাসমূহ দ্রুত প্রত্যাহারের দাবী এই সম্মেলন জানাচ্ছে।

সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে জনগণ ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালিয়ে যাবে

৪র্থ পাতার পর

গড়ে তুলতে হবে মৈত্রী ও ঐক্য। সাজেক-খাগড়াছড়িতে হামলকারীরা বৃহত্তর বাঙালি জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়, তারা কায়েমী স্বার্থবাদী সেনা কর্মকর্তাদের লেলিয়ে দেয়া গুটি বিশেষ। ব্যাপক বাঙালি জনসাধারণ এদের অপকর্ম সমর্থন করেন না, তাদের পরিচালিত হত্যা-ধ্বংসেরও বিরোধিতা করেন। ৯ মার্চ সাজেকে হামলায় নিহতদের স্মরণে আয়োজিত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে দেশের বৃহত্তর জনগণের পক্ষে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম লালার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ বার্তা প্রচারিত হয়েছে, সাজেকবাসীর মনে যা আশার সঞ্চার করেছে। অন্যদিকে সাজেকের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা, বিভেদ সৃষ্টি ও চক্রান্তের অভিযোগ এনে বিতর্কিত সন্তু লারমা চক্রের বিরোধিতা করে আবির্ভূত হয়েছে জনসংহতি সমিতির মূলধারা। দিনে দিনে সকল ষড়যন্ত্র চক্রান্ত উন্মোচিত হচ্ছে। জনগণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনকামীদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।#

জেএসএস সন্তু গ্রুপ কর্তৃক নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণের নিন্দা

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর রাঙ্গামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক শান্তি দেব চাকমা ২১ মার্চ এক বিবৃতিতে ঘাগড়া বাজার থেকে ইউপিডিএফ নেতা চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যার ভাই রাজ্য মনি তঞ্চঙ্গ্যাকে (৪৫) অপহরণের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

অপহৃতের পরিবারের সদস্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে বিবৃতিতে তিনি বলেন, তার মুক্তির জন্য অপহরণকারী সন্তু গ্রুপের সদস্যরা ১ লক্ষ টাকা দাবি করেছে। তিনি অবিলম্বে রাজ্য মনি তঞ্চঙ্গ্যাকে মুক্তি দেয়ার দাবি জানান।

অপহৃত রাজ্য মনি তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি কাউখালির রস্যাবিলি গ্রামে। ১৯৯৮ সালে সরকারের কাছে আত্মসমর্পনের আগে জেএসএস-এর তৎকালীন সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী তার বাবা রাজেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যাকে হত্যা করেছিল।

জুরাছড়িতে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক ইউপিডিএফ সমর্থক অপহৃত

chtnews.com: সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ২৫ মার্চ জুরাছড়ির লুলংছড়ি গ্রামের কমলেশ্বর চাকমা ওরফে চাদি-কে (৩৫) অপহরণ করে। এ সময় তিনি তার কলা বাগানে কাজ করছিলেন। তার পিতার নাম গুলমনি চাকমা। এই অপহরণে নেতৃত্ব দেয় নিলয় চাকমা। ইউপিডিএফ নেতা শান্তিদেব চাকমা কমলেশ্বর চাকমার অপহরণের তীব্র নিন্দা জানান ও অবিলম্বে তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানান। জেএসএস-এর সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে জুরাছড়ি বরকল এলাকার কিছু পয়েন্টে খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে। জনগণের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বার বার বলা হলেও প্রশাসন আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

সাজেক হামলার গণতদন্তের

শেষ পাতার পর

অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং পাহাড়ি জনগণের পূর্ণস্বায়ত্তশাসন ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি অপারেশন উত্তরণ বন্ধ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী ও সেটলারদের প্রত্যাহারেরও দাবি জানান।

তিনি বলেন, "ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের সহিংস ঘটনা না ঘটে তার জন্য হামলার সাথে যুক্ত সকল সেনা কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বাঙালি সেটলারদের শাস্তি দিতে হবে। অবিলম্বে একটি গণতদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।"

মিঠুন চাকমা খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলার জন্য জেলা প্রশাসক মোঃ আবদুল্লাহকে দায়ি করেন এবং ঘটনার এক মাস পরও তদন্ত কমিটি গঠনে ব্যর্থতার জন্য সরকারকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সংসদ সদস্যদের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর দেয়া বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই হামলাকারীদের রক্ষার চেষ্টা করছে।

বক্তব্য শেষে মিঠুন চাকমার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যান এবং স্মারকলিপিটি পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা বেলাল হোসেন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি অংগ্য মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সহসভাপতি নিরূপা চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সদস্য রিপন চাকমা ও সাজেক নারী সমাজের নেত্রী জ্যোৎস্না চাকমা।

আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য জেএসএস-এর প্রতি আহ্বান

২৯ মার্চ ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের ৯ম জাতীয় সম্মেলনে চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ ও ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যকার আনুষ্ঠানিক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইউপিডিএফ-এর সহযোগিতার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করে বিবৃতিতে তিনি বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে অনীহ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে জেএসএস আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করলে ইউপিডিএফ তাতে পূর্ণ সমর্থন দেবে।

সচিব চাকমা বলেন, ইউপিডিএফ আশা করে জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ঐক্য ও শান্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে এবং ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্মেলনে উত্থাপন ও অনুমোদন করবে।

উক্ত বৈঠক সম্পর্কে জেএসএস-এর সন্তু গ্রুপের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, দুই পার্টির মধ্যে ২০০৬ সালের ৫ জানুয়ারী, ২৩ ফেব্রুয়ারী ও ৬ মে তিন দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ঐক্য ও সমঝোতা বিষয়ে দুই পার্টি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তৃতীয় বৈঠকের পর জেএসএস ইউপিডিএফ-এর ওপর পুনরায় সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে উক্ত সমঝোতার সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে। ইউপিডিএফ বার বার জেএসএস-কে আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার আহ্বান জানালেও জেএসএস রহস্যজনক কারণে তাতে কোন সাড়া দেয়নি।

সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের হাতে সচেতন যুব সমাজের দুই সদস্য প্রহৃত

চট্টগ্রাম সংবাদদাতা: জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সদস্যরা ৪ এপ্রিল চট্টগ্রামের বন্দর থানায় সচেতন যুব সমাজের দুই সদস্যের ওপর শারীরিক আক্রমণ চালিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। আহতরা হলেন ধনমুনি চাকমা ও সোনামুনি চাকমা। প্রথম জন সিয়াম নামে ইপিজেড-এর এক ফ্যাক্টরিতে ও দ্বিতীয় জন কোরিয়ান কোম্পানি ইয়ং ওয়ান-এ কর্মরত আছেন।

জানা যায়, ঐদিন রাত সাড়ে এগারটার দিকে বকুল, রনেল ও সুজন এর নেতৃত্বে ১০-১২ জন সন্তু গ্রুপের সদস্য ব্যারিষ্টার কলেজ এলাকায় তাদের ভাড়া বাসা থেকে ডেকে ছাদে নিয়ে যায় এবং বেপরোয়া মারধর করে। এতে ধনমুনি চাকমা চোখে সাংঘাতিকভাবে আঘাত পান। তার গ্রামের বাড়ি বঙ্গলতলী। অপরদিকে সোনামুনি চাকমার বাড়ি মারিশ্যায়।

ইতিপূর্বে ৩ এপ্রিল সন্তু গ্রুপের লোকজন বৈসাবি উৎসব বর্জনের ডাক দিয়ে লাগানো পোস্টার ছিঁড়ে দেয়।

জুরাছড়িতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সদস্য খুন, ইউপিডিএফ-এর নিন্দা

গত ২ মে, রবিবার, সকাল পৌনে বারটার দিকে জনসংহতি সমিতিরি সন্তু লারমা গ্রুপের এক দল সশস্ত্র সন্ত্রাসী গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম জুরাছড়ি থানা শাখার দপ্তর সম্পাদক প্রশান্ত চাকমা ওরফে ছন্দ লালকে (বয়স ৩৫, পীং মৃত প্রেম কুমার চাকমা) দেবার পাড়ায় তার নিজ বাড়িতে গুলি করে হত্যা করে। এ সময় তিনি দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। জেএসএস সন্তু গ্রুপের প্রমেশ ও নীলয় এর নেতৃত্বে ৬/৭ জন সন্ত্রাসী এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। তার বাড়ি থানা ও সেনা ক্যাম্প থেকে মাত্র ৪০০ গজ দূরে হলেও পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘাতকদের প্রতিরোধ কিংবা আটক করতে কোন ভূমিকা পালন করেনি।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তি দেব চাকমা প্রশান্ত চাকমার হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে ঘাতক সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

শান্তি দেব চাকমা অভিযোগ করে বলেন, সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা অবাধে ও নির্বিচারে খুন, অপহরণসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার পরও প্রশাসন নির্বিকার রয়েছে এবং এতে সন্ত্রাসীরা আরো বেশী উৎসাহিত হয়ে তাদের অপকর্ম জোরদার করছে।

বোরখা পার্টি কর্তৃক রামগড়ে এক ব্যক্তি অপহৃত

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: সেনা-মদদপুষ্ট বোরখা পার্টির সন্ত্রাসীরা গত ২৪ মার্চ রামগড়ে এক গ্রামবাসীকে অপহরণ করেছে। সূত্র জানায়, চিকন চান চাকমা ও বাচ্চ্যু মোহন চাকমার নেতৃত্বে এক দল সন্ত্রাসী বোরখা পার্টির সদস্য ভোর রাতে মরাকাল্যা গ্রামে হানা দিয়ে দীন মোহন চাকমাকে (৪০) অস্ত্রের মুখে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা এ খবর স্থানীয় প্রশাসনকে জানালেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

লক্ষীছড়িতে বোরখা পার্টির সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ব্যক্তি মারধরের শিকার

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: গত ২ মে দুপুর আনুমানিক ১:৩০টার সময় লক্ষীছড়িতে আলো চাকমা ওরফে কুমড়োবো নামে এক ব্যক্তি বোরখা পাটির সন্ত্রাসী কর্তৃক বেদম মারধরের শিকার হয়েছেন। তার বয়স ৩৮, পিতার নাম কেরানী চাকমা। বাড়ি দুল্যাতলী ইউনিয়নের হাজাছড়ি গ্রামে।

সূত্র জানায়, শ্যামল কান্তি চাকমা, ফল্গু আলী চাকমা ও হুক্কা পেদা চাকমার নেতৃত্বে বোরখা পার্টির সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষীছড়ি বাজার থেকে পাশ্ববর্তী জুর্গাছড়ি গ্রামে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ইচ্ছে মতো মারধর করার পর তাকে লক্ষীছড়ি থানায় হস্তান্তর করে। তবে থানায় তার নামে কোন মামলা ছিল না। থানা কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার জন্য তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়। এরপর লক্ষীছড়ি উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাগরিকা চাকমা তাকে থানা থেকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে যান।

ঐ ছিল লক্ষীছড়ি বাজারের হাটবার। আলো চাকমা বাজার করতে লক্ষীছড়ি বাজারে এসেছিলেন। তিনি টুকটাক বাঁশের ব্যবসাও করেন।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, আলো চাকমা বোরখা পার্টির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম রেজা মামলা নিতে গড়িমসি করছেন।

পাহাড়িদের ওপর গুলি না করায়

শেষ পাতার পর

গুরুতর আঘাত ও পঙ্গু করার বিষয়ে বহুবিধ তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।

মহোদয়, সবিনয় নিবেদন এই যে, অতি সম্প্রতি বান্দরবন এবং পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে বড় ধরনের দ্বন্দ্ব হয় এবং কিছু ষড়যন্ত্রকারীর গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে বাড়িঘর পুড়ানোসহ অনেক জানমালের ক্ষতি হয়।

উক্ত ঘটনায় জনৈক পুলিশের এসআই কেন পাহাড়ীদেরকে গুলী করে হত্যা করে নাই- এই কারণে সেনাবাহিনীর সদস্যরা উক্ত এসআইকে মারপিট করে গুরুতর জখম করে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে এখনো চিকিৎসাধীন।

বাংলাদেশে প্রচলিত কোন আইনে অথবা আর্মি এ্যাক্ট এর কোন বিধান বলে সেনা সদস্যরা অন্যায়ভাবে পুলিশ সদস্যকে মারপিট করে গুরুতর জখম করেছে তা তদন্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ১) বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি দ্বারা ২) এসবি-এর উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি দ্বারা ৩) সিআইডির উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি দ্বারা ৪) প্রশাসনের সচিব পর্যায়ের তদন্ত কমিটি দ্বারা ৫) এনএসআই এর তদন্ত কমিটির দ্বারা ৬) ডিজিএফআই এর তদন্ত কমিটির দ্বারা কার কি অপরাধ, তা দ্রুত তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। যাতে বিক্ষোভ আর এক পিলখানার জন্ম দিতে না পারে।

তাই এ ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দানে মহোদয়ের মর্জি হয়।

বিনীত সকল অধস্তন পুলিশ সদস্য
বাংলাদেশ।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো
ঃ ১। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। স্বরাষ্ট্র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। আইজিপি, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪। সভাপতি/সেক্রেটারী, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা। ৫। সভাপতি/সেক্রেটারী, প্রেস ক্লাব, বান্দরবন। ৬। সভাপতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, খাগড়াছড়ি। (হাতে লেখা)

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ২১তম

৫ম পাতার পর

গ্রুপের নেতা) লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সুবিধাবাদী অংশকে নিজের পক্ষে বাগিয়ে নেন ও পরে তাদেরকে দিয়ে দুই নাম্বারী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গঠন করেন। এই দুই নাম্বারী পিসিপি সরকারের লেজুড় সংগঠনে পরিণত হয়।

অপরদিকে, মূল ধারার পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে আন্দোলনরত সংগঠন পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাথে যৌথভাবে ঢাকায় পার্টি প্রস্তুতি সম্মেলনের আয়োজন করে এবং নতুন যুগের পার্টি ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ইউপিডিএফ-এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বর্তমান সভাপতি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অংগ্য মারমা। তিনি বলেন "আমরা ২৬ ও ২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ বছর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী থানা লেভেলের সকল শাখায় পালন করা হবে। কেন্দ্রীয় উদ্যোগে পালন করা হবে না। এই মর্মে প্রত্যেক শাখায় ইতিমধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের অন্য এক নেতা বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বলতে এখন আমাদের সংগঠনকেই বোঝায়। জেএসএস পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নাম দিয়ে যা করেছে তা দুই নাম্বারী। অন্যের সুনামে ভাগ বসানো। দেশে কোন একটি পণ্য জনপ্রিয় হলে যেমন অসাধু ব্যক্তিরা সেই পণ্যটির নকল তৈরি করে, সন্তু লারমাও রাজনৈতিক মুনাফা লাভের আশায় নকল পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাড়া করেছেন। কিন্তু নকল ব্যবসা যেমন দীর্ঘদিন চালানো যায় না, পুলিশের হাতে ধরা খেতে হয়, সন্তু লারমার দশাও এখন তাই হয়েছে। তিনি জনগণের হাতে ধরা খেয়েছেন। পিসিপির ঐ নেতা বলেন সন্তু লারমা সৎ সাহস থাকলে পাহাড়ি ছাত্র সমিতিকে (জেএসএস-এর ছাত্র সংগঠন) মাঠে নামিয়ে প্রমাণ করুক তার পেছনে ছাত্র সমাজের সমর্থন রয়েছে।

অংগ্য মারমা বলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সব সময় আন্দোলনের ঝান্ডা উর্ধে তুলে ধরেছে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার থেকেছে। এ জন্য পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জনপ্রিয়তা আগের চাইতে বহুগুণ বেড়েছে। অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন ছাড়া পথ নেই, আর আন্দোলন করতে হলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন ছাত্র সমাজকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

১ম বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ৭ মে ২০১০ ॥ জাতীয় বার্তা

সাজেক হামলার গণতদন্তের দাবিতে ঢাকায় পদযাত্রা ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ

পাঁচটি পাহাড়ি সংগঠন সাজেক ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে হামলার তদন্তের জন্য কমিটি গঠন ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে ২২ মার্চ ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রার আয়োজন করেছে ও প্রধানমন্ত্রী বরাবার একটি স্মারকলিপি দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি ও সাজেক নারী সমাজ এই কর্মসূচীর আয়োজন করে। ঢাকার কেন্দ্রীয় অঞ্চল মুক্তাঙ্গন থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয় সকাল সাড়ে এগারটায়। তবে পুলিশ পদাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদেরকে বিজয়নগরে আটকায়। এরপর সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের প্রধান মিঠুন চাকমা ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম এতে বক্তব্য দেন। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক রীনা দেওয়ান স্মারকলিপিটি পড়ে শোনান।

ফয়জুল হাকিম ঘটনার পর তার সাজেক ও খাগড়াছড়ি সফরের

৭ম পাতায় দেখুন

পাহাড়িদের ওপর গুলি না করায় পুলিশের এসআই-কে নির্যাতনের অভিযোগ, পিএম বরাবর স্মারকলিপি পেশ

সম্প্রতি খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য এলাকায় "পাহাড়ি-বাঙালি সংঘর্ষ" চলার সময় কেন পাহাড়িদের গুলি করে হত্যা করেনি তার অপরাধে সেনা সদস্যরা এক এসআই-কে মারধর করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী বরাবর পেশ করা এক স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়েছে। তারিখবিহীন উক্ত স্মারকলিপির অনুলিপি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাছে পাঠানো হয়েছে। নিচে স্মারকলিপিটি হুবহু ছাপানো হলো।

প্রতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয় ঃ সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তক পুলিশ বিভাগের সদস্যকে

৭ম পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেইঃ দীপু মনি

জাতীয় বার্তা ডেস্কঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনি বলেছেন বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার খবর। বাসস-এর খবরে আরো বলা হয়েছে, গত ১১ এপ্রিল "পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দেশের অন্যত্র জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. দীপু মনি বলেছেন, জাতিসংঘের পরিভাষায় ব্যবহৃত অর্থে বাংলাদেশে কোন 'আদিবাসী' জনগোষ্ঠী' নেই।"

বিদায়ী জাতিসংঘের আবাসিক সমম্বয়ক ও ঢাকায় নিযুক্ত ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি রেনাটা লক-ডেসালিয়েন তার সাথে দেখা করলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাকে বলেন, "বাংলাদেশে আসলে রয়েছে কিছু জাতিগত সংখ্যালঘু ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী যারা দেশের সকল অংশে বাস করছে এবং বাঙালি জনগোষ্ঠির সাথে তাদের সদ্ভাব রয়েছে।"

পররাষ্ট্র মন্ত্রী আরো বলেন, বাঙালিরা "বাংলাদেশে সেটলার নয় এবং আমাদের অবস্থাকে পশ্চিমা কিছু দেশের সাথে তুলনা করা যাবে না।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকসু ক্যাফেটেরিয়ার সামনে প্রতীক অনশনে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। ১৩ এপ্রিল ২০১০।

সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে বৈসাবি উৎসবের দিনে ঢাকায় প্রতীকী অনশন

সরকারের অব্যাহত দমন-পীড়নের প্রতিবাদে গত ১৩ এপ্রিল পাহাড়ি জনগণের বৃহৎ সামাজিক ও জাতীয় উৎসবের দিনে দুপুর বারটায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ সংগঠন সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি, সাজেক নারী সমাজ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকসু ক্যাফেটেরিয়া চত্বরে প্রতীকী অনশন পালন করেছে।

খর রৌদ্রে দুপুর বারটা থেকে বিকেল তিনট পর্যন্ত আহূত এ প্রতীকী অনশনে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র সভাপতি অংগ্য মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের আহ্বায়ক মিঠুন চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সদস্য রিপন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক থুই ক্য চিং মারমা। অনুষ্ঠানে সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সামিউল আলম রিচি, প্রপদ-এর মোস্তফা আহম্মদ রাসেল ও সংস্কৃতির নয়াসেতুর নিত্যানন্দ পাল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকসু ক্যাফেটেরিয়া চত্বরে আহূত প্রতীকী অনশনে বক্তারা পাহাড়ি জনগণের বৃহৎ সামাজিক ও জাতীয় উৎসব পণ্ড করার জন্য সরকারকে দায়ি করে কঠোর সমালোচনা করেন। তারা আক্ষেপ করে বলেন, সারা দেশবাসী বিবেকবান মানুষ দেখুক এত বড় উৎসবের দিনে গ্রামের বাড়িতে না গিয়ে কী কারণে ঢাকাস্থ পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতীকী অনশন করছে। তারা অভিযোগ করেন পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন উত্তরণের নামে সেনা শাসন চলছে। যতদিন সেখানে সেনা উপস্থিতি থাকবে ততদিন পাহাড়ি জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে এবং ভবিষ্যতে আরও সাজেক-খাগড়াছড়ির মত হামলার ঘটনা ঘটতে পারে বলেও তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তারা অতীতের লোগাঙ হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন ঘটনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। প্রতীকী অনশনরত বক্তারা শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতে অবিলম্বে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন মেনে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা শাসন এবং খাগড়াছড়ি থেকে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, বৈসাবি উৎসবের মূল দিনে বাড়ি বাড়ি ঘুরে উপাদেয় খাবার খেয়ে আনন্দ করাই নিয়ম। কিন্তু সাজেক-খাগড়াছড়িতে হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিবাদে বেদনা বিক্ষুব্ধ ঢাকাস্থ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতীকী অনশনের মাধ্যমে নিজেদের দাবি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে জেপিএনকে-এর শান্তি সমাবেশ। ফটোঃ জেপিএনকে

দক্ষিণ কোরিয়ায় বৈসাবি বর্জন, শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ধীমান ত্রিপুরা, সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া থেকেঃ Jumma Peoples Network-Korea (JPNK) বৈসাবি উৎসব বর্জন করে ১১ এপ্রিল সিউলে হংগিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে শান্তি সমাবেশ করেছে।

জেপিএনকে-এর সহসভাপতি শান্তি পি. চাকমার স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে দুপুর ১:২০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেন এবং পাহাড়ি জনগণের অধিকার আন্দোলনে কোরিয়ান জনগণের উত্তরোত্তর সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেন।

জেপিএনকে-এর সাধারণ সম্পাদক রনেল চাকমা তার বক্তব্যে বৈসাবি উৎসব বর্জনের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সাজেক ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়িদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলার পর উৎসব করার মতো মানসিকতা ও পরিবেশ এখন নেই। তিনি বলেন, "ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশের জন্য আমরা বৈসাবি উৎসব পালন থেকে বিরত থাকছি ও তার পরিবর্তে শান্তি সমাবেশের আয়োজন করেছি।" রনেল চাকমার বক্তব্যের পর সাম্প্রতিক হামলার ওপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর কোরিয়ার বিভিন্ন সংগঠনের আমন্ত্রিত নেতৃবৃন্দ সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তারা হলেন মানবাধিকার কর্মি ও আইনজীবী কিম জং চুল, মানবাধিকার কর্মি হো তায়েগ লি, বুড্ডিস্ট সোস্যাল কর্মি সন স্যাং হুন এবং মানবাধিকার কর্মি ও রাজনৈতিক নেতা চোই কোয়াং ইয়ুন।

জেপিএনকে-কে কোরিয়ায় কার্যক্রম বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের জন্য সন স্যাং হুন ও চোই কোয়াং ইয়ুন-কে বিশেষ সম্মাননা দেয়া হয়।

এরপর জেপিএনকে-এর সাংস্কৃতিক কর্মিরা পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী নাচ ও কোরিয়ার একজন শিল্পী শান্তির গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে শতাধিক অংশগ্রহণকারীর একটি মিছিল দেড় কিলোমিটার পথ হেঁটে হংগিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক পর্যন্ত যায়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠনের কর্মি এবং রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মি। পুরো শান্তি কর্মসূচীর অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করেন Eco femme এর সভাপনেত্রী মিসেস পার্ক জিন সুক।

লক্ষীছড়িতে ভিডিপি সদস্য কর্তৃক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা

জাতীয় বার্তা রিপোর্টঃ গত ১৫ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১২টার সময় কালাচিজি চাকমা (৩৮) স্বামী-কান্দারা চাকমা, গ্রাম-মরাচেঙ্গী বাদী পাড়া, ইউপি-১নং লীছড়ি সদর ইউপি কে লক্ষীছড়ির স্থানীয় সেটলার বাঙালি ও ভিডিপি সদস্য হামিদুল্লাহ, পিতা-নওশের গাজী, গ্রাম- লক্ষীছড়ি গুচ্ছগ্রাম জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। হামিদুল্লাহ আগে আর্মিদের সোর্স হয়ে কাজ করতো।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কালাচিজি চাকমা ঐ দিন লক্ষীছড়ি থানা সদরের কাছে বান্দরকাবা মুখ গ্রামে তার বেয়াই হরি মোহন চাকমার বাড়িতে বেড়াতে যান। সেখানে রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে হামিদুল্লাহ বাড়ির ভিতর ঢুকে কালাচিজি চাকমাকে ঝাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। হামিদুল্লাহ তার ব্লাউজ ছিঁড়ে দেয় এবং তার শরীরে কামড় দেয়। এ সময় কালাচিজি চাকমা চিৎকার করলে বাড়ীতে থাকা লোকজনসহ আশে-পাশের লোকজন হামিদুল্লাহকে ধরে ফেলে এবং কিছু উত্তম মধ্যম দেয়ার পর তাকে তার বড় ভাই মোঃ আজিবরের হাতে তুলে দেয়।

এ ঘটনার পরদিন ১৬ এপ্রিল কালাচিজি চাকমা লক্ষীছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু প্রশাসন দোষী ব্যক্তিকে গ্রেফতার না করে উল্টো বাদীসহ তার আত্মীয় স্বজনকে মামলা প্রত্যাহার করতে চাপ দিচ্ছে বলে বাদীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে হামিদুল্লাহর পক্ষ থেকে থানায় প্রচুর টাকা ঘুষ দেয়া হয়েছে। থানায় বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে এ এস আই (থার্ড অফিসার) মোঃ জাহাঙ্গীর দায়িত্বে রয়েছেন।